বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>086 >> 18 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৬ >> << ১৮ই, পৌষ ১৪৩০>>

আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় দেশে পাঠাতে চায় জার্মানির সিডিইউ

বার্লিন ঃ জার্মানির রক্ষণশীল বিরোধী দল দেশটিতে আশ্রয় প্রার্থনা করা অভিবাসীদের যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার মডেল অনুসরণ করে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠাতে চায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এমন পরিকল্পনা বিষয়ে দ্বিধান্বিত। রক্ষণশীল ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন - সিডিইউ ডিসেম্বরের শুরুতে 'বেসিক প্রিন্সিপলস প্রোগ্রাম' নামে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, জার্মানিতে আশ্রয়ের আবেদন করা অভিবাসীদের তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো হবে। ২০২৪ সালে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেতে পারে। খসড়াটি প্রকাশের পর সিডিইউ এর আইনপ্রণেতা ইয়েন্স স্পান দাবি করেছেন, এমন পরিকল্পনা জার্মানিতে 'অনিয়মিত অভিবাসন' ব্যাপক হারে কমিয়ে দেবে। বড়দিনের আগে নয়ে ওসনাব্রুকার সাইটুংকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''আমরা যদি এই কাজ চার, ছয় বা আট সপ্তাহ ধরে চালু রাখতে পারি, তাহলে (আশ্রয়প্রার্থনার) এই সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। স্পান বলেন, এই পরিকল্পনার ফলে অভিবাসীরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে নিরুৎসাহিত হবেন। অনেক দেশই আশ্রয়প্রার্থীদের প্রক্রিয়াকরণে রাজি হবে বলেও ধারণা তার। স্পান বলেন, ''সম্ভবত রুয়ান্ডা রাজি হবে। ঘানাও রাজি হতে পারে। আমাদের এ বিষয়ে জর্জিয়া এবং মলডোভার মতো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গেও কথা বলা উচিত।''

বাজার দর

SENSEX : 71356.60 -535.88
NIFTY : 21517.35 -148.46

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .15 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .31 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর

সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানে প্রাকভোট কারচুপির অভিযোগ আসন্ন নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ

পেশোয়ারঃ পাকিস্তানের একাধিক মানবাধিকার গোষ্ঠী ও স্বাধীন পর্যবেক্ষকরা ৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সংসদীয় নির্বাচনের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সোমবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তারা মূলধারার একটি রাজনৈতিক দলের উপর সেনা বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট সরকারের দমনপীড়ন ও গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান সেন্সরশিপের কথা উল্লেখ করেছে। কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক ইইনসাফ বা পিটিআইকে লক্ষ্য করে এই দমনকাজ চালানো হচ্ছে। এদিকে, জনসমীক্ষা অনুযায়ী, পিটিআই এই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের (স্বাধীন) সহ চেয়ারপার্সন মুনিজায়ি জাহাঙ্গির ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আসন্ন নির্বাচন যে অবাধ, নিরপেক্ষ বা বিশ্বাসযোগ্য হবে তার প্রমাণ এই মুহূর্তে খুবই কম। পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে কিনা প্রশ্ন করা হলে জাহাঙ্গির বলেন, আমার মনে হয়, কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই দেশের সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে সামরিক বাহিনীই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার উল হক কাকরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে সেনাপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠছে বারবার। আসন্ন নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী মুর্তাজা সোলাঙ্গি সোমবার সমস্ত অভিযোগ নাকচ করে বলেছেন, স্বচ্ছভাবে নির্বাচন আয়োজন করতে দেশের স্বাধীন নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার বিষয়ে তাঁর সরকার দায়বদ্ধ। ইমরান খান ও তাঁর দলের সদস্যদের প্রার্থীতা তুচ্ছ কারণে বাতিল করার জন্য নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সমালোচনাও করেছেন জাহাঙ্গির এবং বেআইনিভাবে পিটিআই এর বিরুদ্ধে দমনপীড়নের নিন্দা করেছেন। ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা মাইকেল কুগেলম্যান নির্বাচনে পিটিআই এর অংশগ্রহণ বাদ দেওয়া বা সীমায়িত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন, এতে পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে না। কুগেলম্যান ভিওএ কে বলেন, পশ্চিমা বিশ্বসহ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির কোনও নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশা হল, তা হবে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও সহিংসতা মুক্ত। সংসদে বিরোধীদের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রস্তাব এনে ক্রিকেটার থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া ইমরান খানকে ২০২২ সালের এপ্রিলে দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খান এই পদক্ষেপকে অবৈধ বলে নাকচ করেছিলেন। অলাভজনক ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন নেটওয়ার্ক বা এফএএফইএন পাকিস্তানে সুশাসন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়টি তুলে ধরে।

'অপছন্দের কারণে কোনো দলকে নিষিদ্ধ করে লাভ নেই'

বার্লিন ঃ বেড়ে চলা সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে হিতে বিপরীত হবে বলে মনে করেন জার্মান সরকারের এক প্রতিমন্ত্রী। রাজনৈতিকভাবে এই দলের মোকাবিলার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

জার্মানির সরকার ও বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি জনসমর্থন সার্বিকভাবে কমে চলেছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দল। বাকি দলগুলি এএফডিকে একঘরে করে রাখায় এখনো ফেডারেল বা রাজ্য স্তরে চরম দক্ষিণপন্থিরা ক্ষমতায় আসতে পারে নি বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনা আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এএফডি দলের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থি ভাবধারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে জার্মানির অভ্যন্তরীন গোয়েন্দা সংস্থা পূবের কয়েকটি রাজ্য ইউনিটের উপর বিশেষ নজর রাখছে। এমন প্রেক্ষাপটে এই দলকে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি উঠছে। জার্মান সরকারে পূবের রাজ্যগুলির ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী কার্স্টেন শ্লাইডার এমন পদক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এএফডিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে হিতে বিপরীত হবে। বেড়ে চলা জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অপছন্দের কারণে কোনো দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সেই দলের প্রতি সংহতি বরং আরো জোরালো হবে বলে শ্লাইডার মনে করেন। সে ক্ষেত্রে এএফডির প্রতি সহানুভূতি নেই, এমন মানুষও সেই মনোভাব পোষণ করবেন। উল্লেখ্য, গত এক বছরে এএফডি দলের সদস্যের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। স্যুডডয়চে সাইটুং সংবাদপত্রকে শ্লাইডার আরো বলেন, জার্মানিতে কোনোরাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা কার্যকর করাও অত্যন্ত কঠিন। সে ক্ষেত্রে আইনি সাফল্যের সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। জার্মান সরকারের প্রতিমন্ত্রী বরং রাজনৈতিক মঞ্চে এএফডির কর্মসূচির মোকাবিলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভোটারদের কাছে একাধিক ক্ষেত্রে এই দলের প্রকৃত অবস্থানের পরিণাম স্পষ্ট করে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হবে, যে এএফডি দল ন্যূনতম মজুরির বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দিয়েছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কর তুলে দেবার দাবি করে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনেরও বিরোধিতা করছে এই দল। শ্লাইডারের মতে, ১৯৫০-এর দশকের সামাজিক অবস্থায় দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় এএফডি, যা বিশেষ করে পূবের রাজ্যগুলির নারীদের জন্য মোটেই সুখকর হতে পারে না। বর্তমানে জার্মানির সব জনমত সমীক্ষায় এএফডি দল ২০ শতাংশেরও বেশি সমর্থন পেয়ে একমাত্র বিরোধী ইউনিয়ন শিবিরের পেছনে রয়েছে। অর্থাৎ, সরকারের তিন শরিক দলের তুলনায় এএফডি বেশি সমর্থন পাচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পূবের ব্রান্ডেনবুর্গ ও টুরিঙ্গিয়া রাজ্যে নির্বাচনে এএফডি এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সাফল্য পেতে পারে।

সে ক্ষেত্রে এই প্রথম সরকার গড়া ও মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণের সাফল্যের মুখ দেখতে পারে চরম দক্ষিণপন্থি এই দল। জার্মান সরকারের প্রতিমন্ত্রী শ্লাইডার এএফডি দলের উত্থানের মোকাবিলা করতে সমাজে 'নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ' অংশের প্রতি আরো সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদে তাদের জেগে উঠতে হবে। সবাইকেই সাহায্য করতে হবে। এএফডি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোনো লাভ হবে না।

লোকসভা নির্বাচন ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ কমিটি থেকে বাদ দেশের প্রধান বিচারপতি, মামলা দায়ের সুপ্রিম কোর্টে

নয়া দিল্লি ঃ সম্প্রতি ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিযোগে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। এই বিষয়ে গত ডিসেম্বর মাসে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষ - লোকসভা ও রাজ্যসভায় নতুন বিল পাস করিয়ে নিয়েছে কেন্দ্র। এবার নতুন বছরের শুরুতেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল দেশের শীর্ষ আদালতে। এই মামলায় মামলাকারীর বক্তব্য, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বছতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে এই কমিটিতে রাখা জরুরি। সম্প্রতি এই বিষয়ে সংসদে বিল এনে এই কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের এই বিল অবিলম্বে খারিজের আবেদন জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলাটিতে। সারা দেশে লোকসভা ভোট পরিচালনা করে ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া বা ভারতের নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটিতে প্রধান বিচারপতিকে না রাখা হলে স্বচ্ছতার বিষয়টি বাধাপ্রাপ্ত হবে, এমনটা বলা হয়েছে দায়ের হওয়া মামলায়। কয়েক মাস পরেই ভারতে লোকসভা নির্বাচন। আদালত সূত্রে খবর, দেশের শীর্ষ আদালত মামলাটি গ্রহণ করেছে। তবে শুনানির দিন এখনও ধার্য হয়নি।

ইসরাইলের মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে ৩৩ জনকে আটক করেছে তুরস্ক

তুরস্ক ঃ তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া মঙ্গলবার বলেন, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও তুরস্কে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকদের নিশানা করার জন্য ৩৩ জনকে আটক করেছে সে দেশের পুলিশ। তুরস্কসহ ফিলিস্তিনি অঞ্চলের বাইরে থাকা হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যদের খোঁজার চেষ্টা করলে ইসরাইলের গুরুতর পরিণতি হবে বলে গত মাসে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তুরস্কের কর্মকর্তারা। সে দেশের প্রেসিডেন্ট তাইয়েপ এরদোয়ান সতর্ক করেন, অনুসন্ধান চালানো একটা ভুলই হবে।

তুরস্ক তার বেশিরভাগ পশ্চিমা মিত্র ও কিছু আরব দেশের বিপরীতে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে না। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। ইয়ারলিকায়া বলেন, এক তদন্ত অভিযানের অংশ হিসেবে পুলিশ আট প্রদেশের ৫৭টি জায়গায় হানা দিয়েছিল। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন মোল। এটি চালিয়েছে ইস্তাম্বুল প্রসিকিউটরের সন্ত্রাসবাদবিরোধী ব্যুরো ও এমআইটি গোয়েন্দা সংস্থা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সএ তিনি বলেছেন, তুরস্কে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের চিহ্নিত করা, তাদের উপর নজরদারি করা, হেনস্থা ও অপহরণ করাই সন্দেহভাজনদের লক্ষ্য ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারপরিচালিত আনাদোলু সংবাদ সংস্থা বলেছে, কর্তৃপক্ষ আরও ১৩ জনকে খুঁজছে। এই গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে গাজা ভূখণ্ডের উপর বোমাবর্ষণের জন্য ইসরাইলের কঠোর সমালোচনা করেছে তুরস্ক। গত সপ্তাহে এরদোয়ান ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে প্রকাশ্যে বাদানুবাদ হয়েছে। ইয়ারলিকায়া বলেন, তল্লাশির সময় প্রায় ১,৬৫,১০৫ ডলার, একটি নথিবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র ও ডিজিটাল সরঞ্জামসহ বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা উদ্ধার করেছে কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষা দুর্নীতি

লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এজেন্সিগুলিকে আরো বেশি সক্রিয় করবে

অভিষেকের সংস্থার আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে ইডি

কলকাতা (এজেন্সী)ঃ শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টকে এই তথ্য দিয়েছে ইডি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এবিষয়ে সংক্রান্ত মামলা ছিল মঙ্গলবার। সেখানেই ইডি এই তথ্য দিয়েছে।

ইডি জানিয়েছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ওই আটটি সম্পত্তি সরাসরি শিক্ষা দুর্নীতি মামলার সঙ্গে জড়িত। উল্লেখ্য, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও বটে। আবার এই সংস্থার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। বেশ কিছুদিন আগেই ইডি তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সুজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে ইডি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পেয়েছে বলে আগেই আদালতকে তাদের আইনজীবী জানিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার ইডি আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেছে। এই আটটি সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য সাত কোটি টাকা বলে ইডি সূত্র জানিয়েছে। বস্তুত, আগেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এবং অভিষেকের সমস্ত সম্পত্তির তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তারই ভিত্তিতে এদিন আদালতকে এই তথ্য দিয়েছে ইডি।

ইডি সূত্র জানিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতের হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তারিত তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিচারপতি সিনহা সেই সমস্ত তথ্য চেয়েছিলেন। বস্তুত, অভিষেকের কাছেও তার আয়ের উৎস সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল ইডি। অভিষেক তা ইডির কাছে জমা দিয়েছেন বলে ইডি সূত্র জানিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি অভিষেকের সংস্থার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সরাসরি সংযোগ খুঁজে পেয়েছে ইডি? তারই জেরে সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা শুরু হলো? তাহলে কি এবার অভিষেকের গায়েও হাত লাগতে পারে?

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক নেতা জানিয়েছেন, ''লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এজেন্সিগুলিকে আরো বেশি সক্রিয় করবে। এটাই তাদের সংকীর্ণ রাজনীতি। কিন্তু আমরা তাতে দমে যাচ্ছি না।'' বস্তুত, মঙ্গলবারের বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি।

বঞ্চিত হরিজন,বাসফর, সমাজের উন্নয়নের দাবি নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযান

কলকাতা ঃ চাই উন্নয়নের স্বার্থে আলাদা পর্ষদ।সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাৎ এর দাবি নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হল।

বঞ্চিত হরিজন,ও বাসফর সমাজ,অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ভাবে অনেকটাই পিছিয়ে তারা।সমাজে সবথেকে প্রয়োজনীয় কাজ এরা করে থাকলেও আজও বেতন বৈষম্যে ভোগেন তারা।সেই কারনে সমাজে অন্যান্যদের মতো তারাও যাতে সঠিক সুবিধা পান সেই লক্ষ্যে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হতে চান তারা।সরাসরি তার সাথে আলোচনা করে নিজেদের উন্নয়ন পর্ষদ পেতে চান তারা।সেই দাবি নিয়ে নর্থ বেঙ্গল বাসফর, এন্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যগে আন্দোলনে সরব হয়।গত ২৬শে ডিসেম্বর কুচবিহার থেকে উত্তরকন্যা অভিমুখে পদযাত্রায় সামিল এই সংগঠন। শুক্রবার সেই পদযাত্রা উত্তরকন্যা পৌছানোর আগেই ফুলবাড়িতে তাদের পদযাত্রা আটকে দেয় পুলিশ।সেখানেই রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।পরবর্তীতে তাদের এক প্রতিনিধি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে তাদের ২২দফা দাবি সম্মেলিত স্মারকলিপি প্রদান করে।সংগঠনের কোর কমিটির সম্পাদক গৌতম বাসফর জানান, যদি তাদের দাবি মানা না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন তারা।।

পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু

পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু। পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ার সলপের কাটলিয়া এলাকায়

হাওড়া ঃ আমতা রোডের ওপর বেআইনি ভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলছিল বালি নামানোর কাজ। সেই রাস্তা দখল করে রাখা গাড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা পণ্যবাহী ম্যাটাডোরের ধাক্কায় মৃত্যু হলো আসিস মাল নামে এক ব্যক্তির। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়ি পলাতক। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘন্টার ভারত বনধের

মালদা ঃ আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘন্টার ভারত বনধের প্রভাব পড়ল পুরাতন মালদায়। শনিবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের আদিবাসী সংগঠন। এই মর্মে পুরাতন মালদার আদিনা রেলওয়ে স্টেশনে এই মুহূর্তে আপ ডাউন দুটি রেললাইনে কার্যত আদিবাসী সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের মৌলিক অধিকারের জন্য রেল লাইনের উপর বসে পড়েছেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, যদিও ঘটনার খবর পেয়ে কটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও রেফ বাহিনী। এদিকে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পাশাপাশি মূলত সারনা ধর্ম কোড লাগুর দাবিতে তাদের এই আন্দোলন।

কলকাতা পুলিশ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে ২১ জানুয়ারি

কলকাতাঃ কলকাতা পুলিশ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে ২১ জানুয়ারি। তার আগে ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে প্রোমো রানে যোগদিলেন কলকাতা পুলিশের কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তিনি জানান এ বছর সব থেকে বড় ম্যারাথন আয়োজিত হবে এটি। এছাড়া ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারি নিরাপত্তা উপলক্ষে পুলিশের পর্যাপ্ত ফোর্স রয়েছে বলে জানান কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত কুমার গোয়েল।

ভারত বনধে নামল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান

খড়িবাড়ি ঃ গোটা রাজ্যের মত খড়িবাড়িতে ভারত বনধে নামল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। সারনা ধর্ম কোডের দাবিতে খড়িবাড়ির পিডাবলুডি মোড়ে ৩২৭নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ভারত বন্ধে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। সারনা ধর্ম নেহি তো ভোট নেহি শ্লোগান তুলে এই বন্ধ। খড়িবাড়ির পিডাবলুডি মোড়ে বনধের জেরে রাস্তা যানজট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে রয়েছে জেলা পুলিশের এসডিপিও সিআই সহ খড়িবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ। অবরোধের জেরে যানজটের পরিস্থিতি। জেলা সভাপতি রেনুকা মার্ডি জানান সারনা ধর্ম কোডের দাবিতে এই বন্ধ। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও রাস্ট্রপতিকে এই দাবিতে অনুরোধ করা হয়েছে। সারনা কোডের দাবিতে আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে। সবার ধর্ম পেলেও আদিবাসীরা পাচ্ছে না। আমাদের দাবি না মানলে আন্দোলন চলবে। সারনা কোড যে সরকার দেবে সেই সরকারকে ভোট দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে রাজ্য সিপিএম কমিটির মতবিরোধ প্রকাশ্যে?

বসিরহাটঃ বসিরহাটের হাড়োয়া, বসিরহাট ও বাদুড়িয়ায় ইনসাফ যাত্রার মধ্য দিয়ে আগামী ৭ই জানুয়ারি ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই জনসভার প্রস্তুতিতে মিছিল করলেন রাজ্যের ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি। ব্রিগেডের জনসভার সমাবেশে এদিন মিছিল করেন। হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে অন্যদিকে বসিরহাটের প্রান্তিক ক্লাব থেকে টাকি রোড হয়ে বসিরহাট ইছামতি বোটঘাট পর্যন্ত মশাল মিছিল করেন। সেখান থেকে বাদুড়িয়ার কাটিয়াহাটে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এদিন মিছিলে সিপিএম নেতা কর্মী ও সমর্থকরা মশাল নিয়ে নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জির সঙ্গে পায়ে হেঁটে মশাল মিছিল করেন। এদিন বিশেষ মন্তব্য করেন মীনাক্ষী। আগামী ২৪ এর লোকসভা ভোটে জোট নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। ২০২৪ এর ২২শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনে কংগ্রেসের হাই কমান্ড সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনে সাড়া দিয়ে তিনি রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবেন। এই নিয়ে তিনি বলেন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নিজস্ব আদর্শ আছে। এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলবো না। কিন্তু পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রীর মুখ কে হবেন তিনি বলেন সেটা ঠিক করবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম। পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সেই কথা কুনাল ঘোষ বলেছিলেন। কুনাল ঘোষ চোর জেল খাটা আসামি তার কথায় কোন উত্তর দেবো না। তাহলে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছিল আদালতে কেস লড়তে সিপিএমের একটা অংশ কি ক্ষুব্ধ? এই নিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল করলেন মীনাক্ষী মুখার্জি। তাও একবার প্রশ্ন উঠে গেল। ৭ই জানুয়ারি রবিবার ব্রিগেডে জনসভায় মানুষের ঢল নামবে শিক্ষা দুর্নীতি একাধিক দাবিতে মানুষ তার প্রতিবাদ জানাবে এই জনসভায় গিয়ে।

রাস্তায় নামলো আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান

বালুরঘাট ঃ সারনা ধর্ম কোড চালু সহ ছয় দফা দাবিতে রাস্তায় নামলো আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান। শনিবার সকাল থেকে তাদের ডাকা বন্ধে আটকে পড়ে কলকাতা গামী তেভাগা এক্সপ্রেস। ট্রেন আটকে দেখানো হয় বিক্ষোভও। যাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে। শুধু তাই নয়, এদিনের ভারত বনধ এবং চাক্কা জ্যাম অভিযানকে সফল করতে সশস্ত্র আদিবাসীদের রাস্তায় নেমে পিকেটিং করতেও দেখা গেছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। যার জেরে সরকারি বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও বেসরকারি সমস্ত বাসই বন্ধ রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। পুলিশি প্রহরা থাকলেও বন্ধ রয়েছে দোকানপাট ও বাজার ঘাট।

বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ দশম শ্রেণীর এক পড়ুয়া

লক্ষণপুর ঃ বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ দশম শ্রেণীর এক পড়ুয়া। নাম কাবেরী নস্কর(১৫)। মঙ্গলবার দুপুর থেকে খোজ মিলছে না তার। আপাতত এই ঘটনায় একটি অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ডোমজুর থানায়। তার ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত। এলাকার বেশকিছু সিসিটিভি ফুটেজে ওই নাবালিকাকে সাইকেল চালিয়ে ব্যাঙ্কের পথে যেতেও দেখা গিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে ব্যাঙ্কে পৌঁছায়নি।

নিখোঁজ তরুণী ডোমজুড় থানা এলাকার লক্ষণপুরের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, গত ২৬ ডিসেম্বর সে বাড়ি থেকে বেরোয়। জগদীশপুরের একটি ব্যাঙ্কে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেনি। এই ঘটনায় কাবেরির পরিবার দাবি করেছে, কেউ বা কারা অসৎ উদ্দেশ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছে তাদের মেয়েকে। তরুনীর মা শান্তনা নস্কর বলেন, ব্যাঙ্কের বই করার ছিল। সেই কাজেই সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে বেরিয়েছিল। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ বেরোয়। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওইদিন যাওয়ার কথা থাকায় শেষমেশ সাইকেল নিয়ে বেরোয়। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেনি। আমাদের মনে হচ্ছে অপহরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পরিবারের স্পষ্ট দাবি, প্রেম বা অন্য সম্পর্কের টানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এইসব এড়িয়ে চলত কাবেরী। তাই তারা চান যে বা যারা এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত তাদের খুঁজে শাস্তির ব্যবস্থা হোক। খুঁজে বের করা হোক তাদের অপহৃত মেয়েকে। মঙ্গলবার থেকেই তারা দুশ্চিন্তায় আছেন ।

শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো

জলপাইগুড়ি ঃ শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত লাল বাজার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা লং জাম্প হাই জাম আলু কুড়ানো দৌড় সহ অন্যান্য ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগীরা । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার রায় বলেন এই প্রথম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো আমাদের বিদ্যালয়। তিনি আরো বলেন এদিনের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকলকে কাছে পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান প্রমিলা রানী বর্মন, উপপ্রধান দিলীপ কুমার দাস ,সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে কর্মশালা বিজ্ঞান মঞ্চর

দার্জিলিং ঃ সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে সচেষ্ট বিজ্ঞান মঞ্চ।তাদের লাগাতার প্রচেষ্টায় বর্তমান সমাজ কিছুটা হলেও কুসংস্কার মুক্ত।তবে আজও বহু মানুষ এই কুসংস্কারের কবলে পরে সর্বশান্ত হচ্ছে।বিষেশ করে গ্রামেগঞ্জে আজও কুসংস্কারকে সাহারা করে মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে।সেই কারনে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে বর্তমান যুব সমাজকে হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।শনিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ দার্জিলিং জেলা কমিটি তাদের দেশবন্ধু পাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে এক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক কর্মশালার আয়োজন করে। এদিন শিলিগুড়ির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসুক পড়ুয়ারা এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করে।উপস্থিত সকলের সন্মুখে কুসংস্কারের নানান দিক তুলে ধরেন বিজ্ঞান মঞ্চর কর্মিরা।অধ্যাপক বিনয় দে জানান,তাদের এই কর্মশালা রাজ্যে ব্যাপি শুরু হয়েছে।ছাত্রছাত্রীদের মধ্য দিয়েই সমাজকে কুসংস্কার করার প্রয়াস গ্রহন করা হয়েছে।তিনি আশাবাদী এই ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়েই সমাজ কুসংস্কার মুক্ত হবে।।

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় খুলতে ভেটাগরিতে তৃণমূলের মন্ত্রিসহ জেলা নেতৃত্ব, তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বোম মারার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃপঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে বন্ধ থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় খুলতে ভেটাগুড়িতে যেতে হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ জেলা নেতৃত্বদের। পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে নিজেরাই দলীয় কার্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দলীয় কার্যালয় খুলতে গেলে দলীয় কার্যালয়ে বোম মারার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ভেটাগরিতে। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই উত্তপ্ত দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকা। তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের কারণে কোন ঠাসা হয়ে পড়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। ভেটাগুড়ির সবজি বাজার এবং রেলগেটের পাশে অবস্থিত তৃণমূলের দুটি কার্যালয় বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন। আজ উদয়ন গুহ, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ জেলা নেতৃত্বরা সেই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সকাল সকাল পৌঁছে যায় ভেটাগুড়িতে। খোলা হয় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দুটি। দলীয় কার্যালয় খোলার পর পাশেই পথসভা করে তৃণমূল। পথসভা চোরাকালিন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং পথসভার পাশে পরপর দুটি বোম মারার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে।

স্মার্টফোনের যুগে নাটকের জনপ্রিয়তা ফিকে হতে বসেছে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নাটক, এক সময় নাটক চর্চা ছিল অন্য মাত্রায়। তবে স্মার্টফোনের যুগে নাটকের জনপ্রিয়তা ফিকে হতে বসেছে ।

আর সেই ধারাকে আজও অব্যাহত রেখে দক্ষিণ বারাশতে শুরু হল সপ্তাহব্যাপী সংস্কৃতি মেলা। চলবে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলায় থাকছে বিশেষ আকর্ষন সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, তার সাথে থাকছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সহ জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশততম জন্ম বর্ষ ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ শতবর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ বারাশত স্টুডেঃটস এন্ড ইয়ুথ কালচারাল ফোরামের পরিচালনায় দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সপ্তাহ ব্যাপী এই মেলায় থাকছে অংকন প্রতিযোগিতা, সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ,জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মনীষীদের জীবন ও কীর্তি বিষয়ক প্রদর্শনী, সমবেত সংগীত, শিশু নাটক ও মহিলা নাটক, স্বাস্থ্য শিবির ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

তবে আগামী বছর এই সাত দিনটাকে ১০ দিন করার চেষ্টা চলছে। তবে এই বছর আর্থিক অসুবিধার কারণে সেই সময় ৭ দিন রাখা হয়েছে । সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাটকের দলগুলো এই নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসে । শুধু হাওড়া নয় বিরাটি, বারাসাত, বরাহনগর, হুগলির বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগিরা এইবছর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে । এইবারের প্রতিযোগিতায় ১০ টি নাটক পরিবেশিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে একাঙ্ক নাটকের এক সদস্য জানান ক্লাব সদস্যদের সাহায্য এবং কিছু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা চলছে ।

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য ভেসেল ঘাটে লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীদের ভিড়,দীর্ঘ লাইনে যাত্রীদের মধ্যে হাতাহাতি ,সামলাতে হিমসিম প্রশাসন

কাকদ্বীপ ঃ হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি গঙ্গাসাগর মেলার,তার আগে কাকদ্বীপ লট নম্বর এইটে তীর্থযাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা লাইন । আর এই লম্বা লাইনে যাত্রীদের দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর ফলেই যাত্রীদের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয় । ঘটনাস্থলে কাকদ্বীপ হারুউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সে কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । ভেসেল কম চলা এবং জল না থাকার অভিযোগ তীর্থযাত্রীদের।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বুধবার নবান্নে বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছেন মেলা চলবে ৮ই জানুয়ারি থেকে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় যাতায়াতের জন্য পূর্ব রেল শিয়ালদা থেকে ৬৬ টি অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে। প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৭ টি অতিরিক্ত ট্রেন চলবে ক্যানিং নামখানা কাকদ্বীপ শাখায়।

যাতায়াতের জন্য ২২৫০ টি অতিরিক্ত বাস রাখা হবে। মেলায় প্রাঙ্গণে থাকবে ১১৫০ টি ক্লোজ সার্কিট টিভি। তিরিশটি অ্যালার্ম বাটন, ৫০ টি ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি, ৩২ টা ভেসেল গাড়ি পারাপারের জন্য থাকবে। ১০০টি লঞ্চ থাকবে যাতায়াতের জন্য ৭টি অস্থায়ী হাসপাতাল ৩০০ বেডর থাকবে। ১০ হাজার টয়লেট থাকবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। মহিলাদের জন্য ৭০০ ওয়াশরুম থাকবে। পানীয় জলের জন্য ছোট ছোট সাত লক্ষ পাউচ রাখা হবে মেলা প্রাঙ্গণে। ২৮ জায়গায় ফার্স্ট এইড সার্ভিস রাখা হবে। ১২ জায়গায় মেডিকেল টিম থাকবে ও ১০০ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে পরিষেবার জন্য। রাখা হচ্ছে ৩ টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স। থাকবে ১টি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ভিআইপিরা পাইলট কার নিয়ে মেলা প্রাঙ্গনে ঢুকতে পারবে না। বাংলা সহ ৮ ভাষায় তীর্থযাত্রীদের জন্য মাইকিং করা হবে। সমস্ত গাড়িতে একজন করে সাগর বন্ধু ভলেন্টিয়ার থাকবে যারা তীর্থযাত্রীদের সহায়তা করবে। তীর্থযাত্রী ও সংবাদমাধ্যমের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বীমা। জি পি আর এস সিস্টেম চালু থাকবে। মেলা প্রাঙ্গনে নিরাপত্তার জন্য ২০টি ড্রোনের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি করা হবে। ইসরোর সাহায্যে এই প্রথম স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হবে।এই প্রথমবার মেলা প্রামানে কিউআর কোড চালু হচ্ছে। এই কিউ আর কোড স্ক্যান করে দেখে নেয়া যাবে মেলায় কোথায় কি রয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন জেলাশাসক

ডায়মন্ডহারবার ঃ 'কথায় রয়েছে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। রাজ্য সরকারের দৌলতে সে কথা এখন অতীত হয়ে গিয়েছে।মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গঙ্গাসাগরে। একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলাতে বিশ্বের মানচিত্রে একটি শ্রেষ্ঠ মেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা এই গঙ্গাসাগর মেলা কুম্ভ মেলার পরেই এই গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষায় জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪।২০২৪ গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক ইতিমধ্যে সেরে ফেলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শুক্রবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আলিপুরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার উপস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক সেরা নেয়া হলো। কার্যতো বলা যেতেই পারে এই প্রশাসনিক বৈঠক গঙ্গাসাগর মেলা শেষ মেলার প্রস্তুতি নিয়েই বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি , উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সমিত গুপ্ত । একটি সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান,আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা। ১৫ ই জানুয়ারি রাত ১২ টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে ১৬ জানুয়ারি দুপুর ১২ টা বেজে ১৩ মিনিট অবদি থাকছে পূণ্যস্নানের সময়।

পুণ্যার্থীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য, ৬০ লক্ষ জলের পাউচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তায় ফগ লাইট ব্যবহার বেশি হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ণার্থীদের সুবিদার্থে ফুড সেফটি অফিসারেরা থাকবেন। ২২৫০ সরকারি বাস, ২৫০ টি বেসরকারি বাস , ৬ টি বার্জ, ৩২ টি ভেসেল, ১০০ টি লঞ্চ, ২১ টি যেটি ব্যবহার করা হবে। কার্গো ভেসেলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ৬৬ টা ট্রেন এক্সট্রা চলবে বলে জানিয়েছেন।কোন প্রকার দুর্ঘটনা যাতে না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুণ্যার্থীদের জন্য ৭ টি বড় হাসপাতাল ও ৫ টি ক্ষণস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতালে থাকছে ৩০০ বেডের ব্যবস্থা, থাকছে এমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট। ২৮ জায়গায় ফাস্টেড করার জন্য চিকিৎসক সহ ১২ টি পয়েন্টে থাকবেন মেডিকেল টিম। দুর্ঘটনা ঘটলে পিজি, এন আর এস ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। পুণ্যার্থীদের সুবিদার্থে থাকছে ১০০ টির বেশি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। থাকছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। দুর্ঘটনা এড়াতে থাকবে ২৪০০ সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার্স। ভলেন্টিয়ারদের ইন্সপেকশনের জন্য ৫০ টি বাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে টেম্পোরারি ফায়ার স্টেশনে ৫০ টির বেশি দমকল ইঞ্জিন। মেলায় ১০ হাজারের বেশি টয়লেটের ব্যবস্থা করেছেন তারা। আবর্জনা পরিস্কারের ও সমুদ্রসৈকত পরিস্কার রাখতে ৩ হাজার ভলেন্টিয়ার্সের ব্যবস্থা। ১৪২ টি এনজিও থেকে ৬০০০ এর বেশি ভলেন্টিয়ার্স থাকবে ।পুণ্যার্থীদের সুবিদার্থে স্যাটেলাইট ট্রেকিং ও জিপিএস ট্রেকিং ব্যবস্থা করছে ইসরো। ১১৫০ টি সিসিটিভি ও ২৩ টি ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালাবে পুলিশ। তীর্থযাত্রী ও মেলার সাথে যুক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মী, মিডিয়া কর্মীদের জন্য থাকছে ৫ লক্ষ টাকার ইন্সোরেন্স কভারেজ। গতবছর ঘন কুয়াশার কারণে ভেসেল চলাচলে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। সেই অসুবিধার কারণে প্রায় কয়েক ঘন্টা যাবত বিভিন্ন ভেসেল ঘাটে কয়েক লক্ষ্য পুণ্যার্থীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গত বছরের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবছর ভেসেল গুলিতে থাকছে অ্যান্টি ফগ লাইট ও ন্যারোগেশান সাউন্ড সিস্টেম। কিভাবে কাজ করবেন ন্যারোগেশন সাউন্ড সিস্টেম সেটিও বিস্তারিত জানালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। তিনি বলেন, ভেসেল যাতায়াতের যে জলপথ রয়েছে সেই জলপথে বিভিন্ন ছোট ছোট নৌকাতে এই সাউন্ড সিস্টেম ও বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে ঘন কুয়াশার মধ্যেও সঠিক দিক নির্ধারণ করতে পারবে ভেসেলের চালকেরা। পুণ্যার্থীদের কোনোরকম যাতে না অসুবিধা না হয় সেদিকেও বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে তৈরি করা হচ্ছে মেঘা কন্ট্রোলরুম। মেঘা কণ্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মেলাটি কে নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে। সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে সমাপ্তি করতে বদ্ধপরিকট জেলা প্রশাসন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ব্রাউন সুগার কারবারিদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবীতে থানায় স্মারকলিপি জমা দিলো পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

জলপাইগুড়ি ঃ কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত খড়িয়া অঞ্চলের নয়াপাড়া এলাকায় দিন দিন বেড়েই চলেছে মাদকের ব্যবসা। কারবারিদের কবলে পড়ে বাড়ির ঘটি বাটি বিক্রি করে ব্রাউন সুগার কিনে নেশা মেটাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। এই অভিযোগ তুলে দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপের দাবীতে শুক্রবার বিকেলে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার আইসিকে স্মারকলিপি দিলো গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যারা। অভিযোগ পেয়ে সাথে সাথে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কোতোয়ালি থানার আই সি অর্ঘ্য সরকার।
মহিলা সংগঠনের নেত্রী কাকলি মাহেশ্বরি বলেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য নয়া পাড়া এলাকায় ব্রাউন সুগারের রমরমা কারবার চলছে। এতে পড়ুয়া থেকে শুরু করে যুবক যুবতিরা মাদকাসক্ত হচ্ছে। নেশা করার টাকা না পেয়ে তারা বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে। খুব সমস্যায় পড়েছে তাদের অভিভাবকেরা। তাই আজ আমরা পুলিশের দারস্থ হয়েছি। উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহনের জন্য পুলিশকে সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে।তবে আই সি আমাদের কাছ থেকে অভিযোগ পত্র জমা নেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করেছেন। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

শ্রাদ্ধ বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি ঃ শাশুড়ির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য আযো়জন চলছিল।
বৃহস্পতিবার দুপুরে নিমন্ত্রিত লোকজনের জন্য খাবার দাবার রান্নার প্রস্তুতি চলছিল।
সমস্ত বাসনপত্র ধুইয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি রান্নার জন্য রাখা হয়েছিল দুটি গ্যাস সিলিন্ডার। শিলিগুড়ির রথখোলার শিখা দাসের শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে কিছুদিন আগে, গতকাল ছিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।
আর সেই দিনেই রান্নাবাড়ির কাজ শুরুর আগেই বাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এর মন্ডপ থেকে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল।
নিমন্ত্রিতদের রান্না করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার না পাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছিল শিখা দেবী সহ বাড়ির লোকজনের ও রান্নার ঠাকুরের।
এবার রান্না হবে কিভাবে?
গ্যাস সিলিন্ডার গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ রব। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মেলেনি সিলিন্ডার। ততক্ষণে শিখা দেবি বুঝেছেন বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার। এরপর বিষয়টি তিনি জানান শিলিগুড়ি থানার পুলিশকে। কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ি শহরে ছোটখাটো চুরি ছিনতাই এর ঘটনা বেড়েছে। আর এই কারণে তৎপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার পুলিশও। এই চুরির খবর পাওয়ার পর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগায় শিলিগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ। অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ অফিসাররা বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে দুই যুবককে চিহ্নিত করে ফেলে। অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশের কাছে খবর আসে দুর্গাদাস কলোনিতে ২ যুবক ওই দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করতে গিয়েছে। ব্যাস, ততক্ষণেই অভিযান, চুরি যাওয়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার সহ গ্রেপ্তার রাজ গুহ এবং দীপক রায়। ধৃত রাজ গুহ রথখোলার বাসিন্দা ও দীপক রায় সুভাষপল্লীর বাসিন্দা। দুজনকে গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করে শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। অভিযুক্তরা এর আগেও বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল,বিভিন্ন চুরি এবং ছিনতাই এর ঘটনার অভিযোগে। সোজা কথায় অভিযুক্তরা পুরনো খিলাড়ি। আদালতের আইন মেনে শিখা দাসের হাতে চুরি যাওয়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার তুলে দেবে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। চুরির ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের তৎপরতায় খুশি শিখা দেবী। ধৃত দুজনকেই শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা! মৃত্যু হল খালাশীর

ময়নাগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা যায় মৃত ওই যুবকের নাম মুকেশ কুমার (২৪)। তার বাড়ি ঝাড়খন্ডে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের জামাইবাবু বিহারের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র কুমারের সাথে খালাসির কাজ করতো। বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ি থেকে ধান খালি করে হুসলু ডাঙ্গা টোল গেট সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং করে খাওয়া দাওয়া করেন। এরপর সেখান থেকে মোবাইল নিয়ে ঘুরা ঘুরি করছিল মৃত ওই যুবক। পুলিশের অনুমান সেই সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় হুসলু ডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির ধাক্কা লাগে। সেখানেই পড়ে থাকে ওই যুবক। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ থেকে শালা ফিরে না আসায় তার জামাইবাবু অনবরত ফোন করতে থাকেন। পরে সেই ফোন ধরেন পুলিশ। পুলিশ জানায় দুর্ঘটনার কথা। এরপরেই জামাইবাবু ময়নাগুড়ি থানায় ছুটে যান। এদিকে এই ঘটনার কথা জানানো হয় পরিবারের লোককে। তারাও ঝাড়খন্ড থেকে রওনা হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে শুক্রবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য যে জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন। যদিও ঘাতক গাড়িটিকে শনাক্ত করা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সাপের বিষ সহ গ্রেফতার চারজন!!

আসানসোল ঃ আসানসোল রেঞ্জ আধিকারিকের কাছে খবর আসে চিনাকুড়ি রুট দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছে জার মধ্যে বহুমূল্যের সাপের বিষ রয়েছে!!সেই মতো অভিযান চালিয়ে সাপের বিষ সহ চারজন কে গ্রেফতার করে আসানসোলের বন বিভাগের রেঞ্জ অফিস !!অভিযুক্তরা অন্তরাজ্য সাপের বিষের জে রেকেট রয়েছে তার সাথে জড়িত রয়েছে বলে বলে মনে করছে বনদপ্তরের অধিকারীকেরা!!গাড়ি সহ সাপের বিষ ও গ্রেফতার হওয়া চার অভিযুক্ত দের কুলটি থানার শাকতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসে!!অভিযুক্তদের শুক্রুবার আদালতে তোলা হবে !!তবে অভিযুক্তরা গাড়িতে করে সাপের বিষ পাচারের উদ্যেশে নিয়ে যাচ্ছিলো!!এই বিষয়ে আসানসোল রেঞ্জ অধিকারীক সঞ্জয় প্রতি বলেন!!

গঙ্গাসাগর মেলায় ফগ লাইট থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবহন ব্যবস্থা সমস্ত দিকেই কোন খামতি রাখা হচ্ছে না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে

গঙ্গাসাগর ঃ এই বছর গঙ্গাসাগর মেলা ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে। গত বছরের তুলনায় পরিবহন ব্যবস্থায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। বার্চ অতিরিক্ত রাখা হচ্ছে। ড্রেজিং নিয়ে জেলাশাসক বলেন অলরেডি ড্রেজিং এর কাজ চলছে। যা ড্রেজিং করা হয়েছে কাজে লাগবে, এবং আশা করা যায় এই সমস্যা ৫ তারিখ মিটে যেতে পারে। মোট তিনটে ড্রেজার গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে। মেগা কন্ট্রোল রুমে গত বছরের মতোই সব ব্যবস্থা থাকছে। সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোন সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা থাকছে। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলায় কুয়াশার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যাতায়াতের ক্ষেত্রে। সেই সমস্যার জন্য এই বছর ফগ লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি জেটি গুলিতেও লাইটের ব্যবস্থা করা হবে গত বছরের মতোই। প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের তিনটি ইউনিট করা হবে। প্লাস্টিক ফ্রী মেলা নিয়ে যা যা পদক্ষেপ করার জেলা প্রশাসনের তরফে করা হচ্ছে। মানুষের সচেতনতার জন্য একটি পদযাত্রার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, পাঁচটা অস্থায়ী হাসপাতাল করা হচ্ছে, চারটে অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই পুলিশ কর্মী সিভিল ডিফেন্স যথেষ্ট পরিমাণে মতেয়ান করা হবে। এছাড়াও গঙ্গাসাগরে ফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য জিও, এয়ারটেল সমস্ত কোম্পানির সাথেই কথোপকথন চলছে। জেলা প্রশাসনের তরফে আশা করা হচ্ছে এ বছর কিছুটা হলেও সেই সমস্যা মিটবে।

গাজোলের শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ - শিখুন উপকরণ মেলা ও পঠন উৎসব অনুষ্ঠিত

মালদা ঃ গাজোলের শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ - শিখুন উপকরণ মেলা ও পঠন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। গাজোল চক্র ও মালদা শিক্ষা মিশনের যৌথ উদ্যোগ এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । এদিন গাজোল চক্রর প্রাইমারি ৮১ টি স্কুল ও তিনটি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে । এছাড়াও জেলার প্রায় ২০০ টি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারা এই মেলাতে অংশগ্রহণ নেন। বিভিন্ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যে সকল পড়ুয়ারা মেলাতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় । এই অনুষ্ঠানে পঠন উৎসব ও শিক্ষণ শিখুন উপকরণ মেলাতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌম্য ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ ।

ময়নাগুড়ি ব্লকের চুরা ভান্ডার অঞ্চলের ডাঙ্গাপাড়ায় এক ভয়াবহ অগ্নিকা

ময়নাগুড়ি ঃ শুক্রবার, ময়নাগুড়ি ব্লকের চুরা ভান্ডার অঞ্চলের ডাঙ্গাপাড়ায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ঘর সহ আসবাবপত্র টাকা পয়সা এবং নথিপত্র।
ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকালে বাড়ির একটি বাচ্চাকে ঠাকুমার জন্য জল গরম করতে বললে ওই বাচ্চাটি পাটকাঠিতে আগুন নিয়ে উনুন ধরাতে গেলে পাশে থাকা আবর্জনার মধ্যে আগুন ধরে বাড়ির ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।এ মতো অবস্থায় ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে খবর দিলে দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন গিয়ে প্রায় ঘঃটা খানেকের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও পৌঁছায় ঘরনাস্থলে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাড়ির মালিক কালীচরণ রায় বলেন আজকে তার বাবার ঘাট কাজ ছিল, আগামীকাল ছিল তার বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। কিন্তু অনুষ্ঠানের জন্য যা টাকাপয়সা অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা ছিল তা সবই পড়ে গিয়েছে এখন কি করে বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না কালিচরণ বাবু।
এই অবস্থায় সরকারি কোন সাহায্য বা কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ালে ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। তিনি আরো বলেন একমাত্র থাকার ঘরটি সম্পূর্ণ পড়ে গিয়েছে এখন কি করে থাকবেন তারা শীতের মধ্যে ছেলেপেলেদের নিয়ে তা নিয়েই ভেবে পাচ্ছে না কালীচরণ বাবু।

ফের সোনার দোকানে চুরির

আলিপুরদুয়ারঃ ফের সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলো শামুকতলা বাজার এলাকায়। শামুকতলা দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন দীপক দেবনাথের সোনার দোকানের পিছনের দুটি দরজা ভেঙ্গে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার রূপা এবং সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। শুক্রবার সাতসকালে দোকান খুলে দেখতে পান তার দোকানের পিছনে দুটি দরজা ভাঙ্গা এর পরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। সোনার কাজ করতে গিয়ে ১০ দিন নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের পাশে দাঁড়ালো আরামবাগ সংসদ অপরূপা পোদ্দার। সোনার কাজ করতে গিয়ে ১০ দিন নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের পাশে দাঁড়ালো আরামবাগ সংসদ অপরূপা পোদ্দার। জানা গেছে বোম্বে জহুরি বাজারে সোনার কাজ করতে গিয়ে ১০ দিন নিখোঁজ এক ব্যক্তি, ওই ব্যক্তির নাম সুকুমার জানা, বাবার নাম সুশান্ত জানা। বাড়ি হুগলি জেলার পুরশুড়া থানার অন্তর্গত জানা পাড়ায়। ঘটনার খবর জানতে পেরে তড়িঘড়ি পুরশুড়ার জানা পাড়ার ওই নিখোঁজ ব্যাক্তি সুকুমার জানার বাড়িতে ছুটে যান আরামবাগ সাংসদ। এবং নিখোঁজ ওই ব্যক্তির পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কথাবার্তা বলেন পাশাপাশি ওই নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের পাশে আছে বলেন জানান আরামবাগ সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। এবং যাতে তার দ্রুত খোঁজ পাওয়া যায় এবং তিনি এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলে নিখোঁজ ব্যক্তির সমস্ত ইনফরমেশন মুখ্যমন্ত্রী অফিসে পাঠিয়ে দেন সাংসদ।

দলেই পা টেনে নামানোর চেষ্টা! বিস্ফোরক সুকান্ত,পাল্টা দিলীপ ঘোষ বলেন আমাদের প্যার্টিতে নামায় না সবাই,এগিয়ে দেয়

কলকাতা ঃ বাংলায় বিজেপি করার সমস্যা কোথায়, দলীয় বৈঠকে নিজেই শোনালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার! বুধবার আইসিসিআরে বিজেপির বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠকে সুকান্ত কিছুটা আক্ষেপের সুরেই বলেন, 'বঙ্গবিজেপিতে বড় সমস্যা হল, কেউ উপরে উঠতে গেলে তাঁকে পা টেনে নীচে নামানোর চেষ্টা হয়।' তাঁর মতে, বাংলায় বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করতে হলে এই অভ্যাসের দ্রুত বদল করতে হবে। আজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত ২২৮ বিধানসভার ওয়ালীপুর এলাকায় বুথ সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠানে এসে সুকান্ত মজুমদারের বিস্ফোরক মন্তব্যের পাল্টা দিলীপ ঘোষ বলেন,আমাদের পার্টিতে নামায় না, সবাই এগিয়ে দেয়। সেই জন্য একজন সাধারণ সভাপতি থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হতে পারে এই দলেতে। স্বাভাবিক অনেক লোক বাইরে থেকে এসেছেন, বিভিন্ন পার্টি থেকে এসেছে। তাদের কালচার আলাদা আছে,তাদেরকে শেখাতে হবে। সেরকম তাদেরকে মাঝেমধ্যে মনে করিয়ে দেন। রাম মন্দির নিয়ে এবার 'ঘরে ঘরে' বঙ্গ বিজেপির। এ প্রসঙ্গে বলেন, রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ সবাই চাইবে যেতে ওখানে। কিন্তু যারা আযো়জক তারা সমস্ত রাম ভক্তদের অযোধ্যা দর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ করছে। না করলেও লোকে যাবে। কিন্তু একটা এত বড় আযো়জন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সেখানে মুখ্য অতিথি। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা আসছেন। তারা সবাইকে আমন্ত্রণ করেছেন। সবাই যদি একসঙ্গে যান দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। কিন্তু তারাও জানাবেন কে কবে কোন রাজ্য থেকে যাবেন।

রোগীদের দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিতে জিপিএস ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার নাগরিকদের দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পৌঁছে দিতে জিপিএস ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের।অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার অভাবে অকালে যাতে কেউ প্রাণ না হারান এই লক্ষ্য নিয়ে চলছে প্রশাসন। সম্প্রতী জেলার দলগাঁও বীরপাড়া এলাকায় ঢেকলা পাড়া চা বাগানে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা না পেয়ে। এছাড়াও অতিরিক্ত ভাড়ার চাপে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল থেকে রোগীদের বাড়ি নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয় একাধিক রোগীর পরিবারকে। সেই সময় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় বাড়ি ফিরতে পেরেছেন একাধিক রোগীর পরিবার। এই সমস্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলার বিভিন্ন অ্যাম্বুলেন্স চালক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই বৈঠকে সমস্যা সমাধানে নাগরিকদের দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পৌঁছে দিতে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমত জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ব্লকের আধিকারিকদের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স চালক ও জেলার বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের যোগাযোগ থাকবে।এই নিয়ে একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।এই বিষয়ে জেলাশাসক আর বিমলা জানান,ঠন্মণতমোট ১২০ টি অ্যাম্বুলেন্স চালকের সঙ্গে কথা হয়েছে।তাদের নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হবে।তবে চালকদের কাছে অনুরোধ তাদের কাজে তৎপরতা নিয়ে আসার।ঠন্মণত অসুস্থ রোগীর আশেপাশে থাকা অ্যাম্বুলেন্স খুঁজে বের করতে প্রত্যেক অ্যাম্বুলেন্সে জিপিএস ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা চালু হলে, যে কোনও রোগীকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

একাধিক দাবীতে শিলিগুড়িতে প্রাইড ওয়াক সমকামীদের

শিলিগুড়ি ঃ একাধিক দাবীতে শিলিগুড়িতে প্রাইড ওয়াক সমকামীদের।শুক্রবার শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধী মোড় থেকে মিছিল শুরু করেন তারা।মিছিলটি হিলকার্ট রোড হয়ে বাঘাযতীন পার্কে গিয়ে শেষ হয়।এদিন সন্তান দত্তকের অধিকার, সমকামী বিয়েকে আইনি মর্যাদা প্রদান সহ একাধিক দাবি তুলে ধরেন তারা। এদিন শুধু শিলিগুড়ি নয় কলকাতা সহ বহু জায়গা থেকে সমকামীরা প্রাইড ওয়াকে সামিল হন।এদিন সংগঠনের তরফে বোধিসত্ত্ব বলেন, সন্তান দত্তকের অধিকার, সমকামী বিয়েকে আইনি মর্যাদা সহ একাধিক অধিকার থেকে বঞ্চিত আমরা।আমাদের যাতে এইসব অধিকার দেওয়া হয় সরকারের কাছে এই দাবী জানান তিনি।

হেমন্ত সোরেন সরকারের চার বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য বিজেপি আজ কড়া আক্রমণ করেছে

রাঁচি ঃ হেমন্ত সোরেন সরকারের চার বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য বিজেপি আজ কড়া আক্রমণ করেছে। রাজ্যের মুখপাত্র প্রতুল শাহ দেব বলেন, রাজ্যে যেভাবে নারী হয়রানির ঘটনা বেড়েছে, চাকরির দাবিতে যুবকদের লাঠিচার্জ করা হয়, তাদের অধিকারের দাবিতে মারধর করা হয়, মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হয়, যে সরকার ২০ লাখ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিটি সামনে এটা দৃশ্যমান। আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ধর্ষণ, খুন ও অপরাধ রাজ্যে রেকর্ড স্পর্শ করছে। আর এমন রেকর্ড ঝাড়খণ্ডকে লজ্জায় ফেলছে। তিনি বলেন, ৩২ লাখ কৃষকের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।শ্রী শাহদেব বলেন, গোটা রাজ্যে সরকারের দুর্নীতিবাজ আচরণের কারণে আদিবাসীদের মুখে হতাশা, তারপর কী উদযাপন করা হচ্ছে? ? বিজেপির মুখপাত্র বলেছেন, আপনি যাদের অধিকার দেওয়ার কথা বলছেন সেই আদিবাসী ও আদিবাসীদের লাঠি দিয়ে মারধর করা হচ্ছে। বেয়নেটের ছায়ায় এই উদযাপনের অর্থ কী? রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি রাজ্যপালের সাথে দেখা করে বলেছিলেন যে এখন হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে। কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী আইন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, এই পলাতকতার জন্য রাজ্যের মানুষ তাকে দোষী স্বীকার করেছে। হটওয়ার জেলে জেল ম্যানুয়াল প্রযোজ্য ছিল না কিন্তু নিশান্ত বেসরা জেল ম্যানুয়াল কার্যকর করার সাথে সাথে তাকে বদলি করা হয়। প্রতুল শাহদেব বলেন, এই ৪ বছর কি ৭০ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির কারণে উদযাপন করা হচ্ছে? রেকর্ড সংখ্যক ট্রান্সফার পোস্টিং হয়েছে বলেই কি সেগুলি উদযাপন করা হচ্ছে?

মন্ত্রীদেরও স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করে সম্মানিত করা হয়

রাঁচি ঃ বর্তমান রাজ্য সরকারের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানী রাঁচির মোরাবাদি ময়দানে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের আযো়জন করা হয়েছিল যাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।বর্তমান মন্ত্রীদেরও স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এটি, বর্তমান রাজ্য সরকারকে অনেক শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন সিপিআই(এম) এর কাজ এবং কৃতিত্বগুলি দেখানো হয়েছিল এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে সম্পদও বিতরণ করা হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে আমাদের ৪ বছরের যাত্রা চ্যালেঞ্জে পূর্ণ এবং এই ৪ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা সময়ের ২ বছর অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল, যা আমাদের সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করেছে। এবং রাজ্যের জনগণের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায় সরবরাহ করেছে।করোনা সময়কালে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হতে দেওয়া হয়নি। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানা একদিকে হেমন্ত সরকারের চার বছর পূর্ণ হচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীরা সরকারের ব্যর্থতা গণনা করতে কাজ করছে। এ নিয়ে দলের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কখঙ্ক সুপ্রিমো সুদেশ মাহাতো। সুদেশ মাহাতো সরকারের চার বছর পূর্ণ হওয়ার একটি ভিডিও রিপোর্ট পেশ করেন। সুদেশ মাহাতো বলেন, আজ রাজ্য সরকারের ৪ বছর পূর্ণ হলে আমরা বলি যে নীতি বা পরিকল্পনা কিছুই কাজ করতে পারেনি। সরকার পরিকল্পনা নীতিও করতে পারেনি, শিল্পনীতিও করতে পারেনি। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারকারী তরুণ শিক্ষার্থীদের উপর এর প্রভাব পড়েছে। এই রাজ্যে ৭ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত বেকার রয়েছে। চাকরি না পেয়ে দেশত্যাগ করেছে ৮ লাখের বেশি। নীতিমালার দাবিতে প্যারা শিক্ষকরা ৪ বছর আগেও রাজপথে ছিলেন এবং আজও রাজপথে রয়েছেন। আজকের সংবাদপত্রে প্রচারে, আমি তরুণ ঝাড়খণ্ডের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপগুলি দেখেছি, তবে আমি বলতে চাই, তরুণ ঝাড়খণ্ডের বিচরণশীল পদক্ষেপগুলি। ১৯৩২ সালের এই সরকার একটা চাকরিও দিতে পারেনি। নীতিমালা না হলে চাকরি পাওয়া যায় না। যে সরকার এসটি এবং এসসি নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা এখন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করছেন। সংসদে বারবার প্রস্তাব আসাযাওয়া তারই অংশ। যে সরকারকে কাজ করতে হয় সে ফাইল অনুসরণ করে না, বাস্তবায়ন করে। আমরা বিহার দেখতে পারি। সরকারের যে নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল সে অনুযায়ী এখন পুনরুদ্ধার হচ্ছে। এর ফল হল আপনি শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছেন। এর ফল রাজ্যে দেখা যাচ্ছে নৈরাজ্যের আকারে।

গোলমাল ও রাস্তার জ্যামের মধ্যে পাতেপুরে পঞ্চায়েত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে

বৈশালীঃ গোলমাল ও রাস্তার জ্যামের মধ্যে পাতেপুরে পঞ্চায়েত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। বৈশালী জেলার দশটি পদের জন্য পঞ্চায়েত উপনির্বাচন২০২৩ বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সময়ে, জেলার পাতেপুর ব্লকে দুটি পদের জন্য, জেলা পরিষদ এলাকা-১১-এ জেলা পরিষদের পদে এবং মৌদহ প্রবীণ পঞ্চায়েতে সরপঞ্চ পদের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাতেপুর ব্লকে উপনির্বাচনের জন্য ৮২টি ভোট কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। যার কারণে ১৬টি সেক্টর গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে ৩২টি দল জড়িত ছিল। যেখানে পাতেপুর পঞ্চায়েত উপনির্বাচন২০২৩-এ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। পঞ্চায়েত উপনির্বাচন২০২৩কে কেন্দ্র করে বুথগুলিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। এই সময় পুলিশ কর্মী এবং গ্রামবাসীরা অসহায় ও অসহায় ভোটারদের ভোটদানে সহায়তা করেছিল। যেখানে পাতেপুর জেলা পরিষদ এলাকার ১১ নম্বর মাউদাহ চতুর ১৩,১৪,১৫ ওয়ার্ডের গ্রামবাসীরা বলছেন, ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একজনেরও নাম নেই ভোটার তালিকায়। ভোটার তালিকায় নাম যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালনা করা উচিত নয়।এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা পাতেপুর বাখরিদোয়া, মহুয়া সড়ক মোহন চকের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। জ্যামের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা জ্যাম অপসারণ করতে যাওয়া পুলিশকে ধাওয়া করে ব্যাপক অবরোধ সৃষ্টি করে।অবরোধ চলাকালে পুলিশ সদস্যদের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টার পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে যানজট নিরসন করা হয়। এই সময়ে, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষহাঙ্গামার খবর পাওয়া গেছে। তবে গভীর সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও বড় ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েত উপনির্বাচন২০২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভোটের কাজ সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত করতে এসডিও মহুয়া কাম নির্বাচন কর্মকর্তা অপূর্ব ত্রিপাঠি উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে দিনভর শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণের জন্য কর্মকর্তা ও সেক্টর ও জোনাল ম্যাজিস্ট্রেটদের এক বুথ থেকে অন্য বুথে ক্রমাগত ঘুরতে দেখা গেছে। বাইট রাজীব কুমার, ভোটার বাইট সত্যনারায়ণ, ক্ষুব্ধ ভোটাররা বাইট সীতারাম রায়, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য .

আর্সেনিকমুক্ত, মিষ্টি পানীয় জল পেয়ে বেজায় খুশি সুন্দরবনবাসী

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হাসনাবাদ ব্লকের আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তকিপুরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যায়ে তৈরি হয়েছে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্প। এদিন তারই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। শুভ উদ্বোধন করলেন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির পুর্তের কর্মদক্ষ তথা হাসনাবাদ ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু মন্ডল সহ তৃণমূল নেতৃত্ব ও গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের দাবি করছিলেন পঞ্চায়েতের কাছে, কিন্তু তাদের চাহিদা পূরণ হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন। তারা জানাচ্ছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনে নোনা আবহাওয়ার জন্য মিষ্টি পানীয় জল পাওয়া খুবই মুশকিল। তাই সম্পূর্ণ আর্সেনিক মুক্ত মিষ্টি পানীয় জল পেয়ে ৮ থেকে ৮০, সকলেই আনন্দিত। গ্রামের মানুষ জানাচ্ছেন জল কিনে খাবার মতন সাধ্য আমাদের নেই। তারপরে দু চার কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে জল আনতে হতো। তাতে একদিকে সময় নষ্ট হতো অন্যদিকে রাস্তা ঘাট খারাপ থাকায় সাইকেলে করে জল আনতে বেজায় সমস্যায় পড়তে হতো। বাড়ির পাশে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।

অভিযোগ রেস্টুরেন্ট মালিকের বিরুদ্ধে

তমলুক ঃ রেস্টুরেন্টের আড়ালে অবৈধ মদ জুয়ার ব্যবসা চালানোর অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্রের কোপ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত ব্যক্তিকে। প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার গোপীনাথপুর বাজার এলাকার ঘটনা। অপরদিকে এলাকাবাসীর ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ রেস্টুরেন্ট মালিকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে চণ্ডীপুর থানার পুলিশ

সম্পাদকীয়

মিয়ানমারের 'তরমুজ' ঃ বাইরে সৈন্য, ভেতরে বিদ্রোহী

বাইরে থেকে মিয়ানমারের জান্তার অধীনে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, কিন্তু ভেতরেভেতরে বিদ্রোহী গ্রুপের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেন তারা। বার্মিজ ভাষায় বিদ্রোহীরা তাদেরকে 'তরমুজ' নামে ডাকেন। ২৪ বছরের ইয়ান মিয়ানমারের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি সামরিক জান্তা সরকারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থেকে ঝুঁকি নিয়ে গোপনে বিদ্রোহীদের পক্ষে কাজ করতেন। গত এপ্রিলে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এখন সীমান্তবর্তী একটি শহরে থাকছেন। তিনি বলেন, ''আমি নিজেকে অন্যায় শাসন থেকে মুক্ত করেছি।'' ঝুঁকি এড়াতে তিনি নিজের পুরো পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। ২০২১ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার এখন সবচেয়ে বড় প্রতিরোধের মুখোমুখি। বিরোধী পক্ষগুলো এখন একসাথে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। সরকারের ভেতরেও অনেকে গোপনে বিরোধীদের হয়ে কাজ করছে বলে জানা যাচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স

এসব বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে সাড়া দেয়নি জান্তা। বিরোধীরা বলছেন সামরিক বাহিনীর ঠিক কতজন বিদ্রোহীদের কাছে তথ্য সরবরাহ করছে তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে তারা সামরিক বাহিনীর যাতায়াতসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছেন যার উপর ভিত্তি করে বিরোধীরা আক্রমণের পরিকল্পনা সাজাতে পারছেন বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন পিপল'স গোল নামের একটি দলের মুখপাত্র। ''আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা পাচ্ছে'', বলেন তিনি। ইয়ান ২০২০ সালে তার ভাইয়ের পথ ধরে পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সামরিক ক্যুর পর নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং বিক্ষোভকারীদের উপর সামরিক বাহিনীর নৃশংস আচরণের কারণে তার মোহভঙ্গ ঘটে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ''মানুষজন আমাদের দেখলে ভুত মনে করেন। তারা আমাদের ঘৃণা করেন।'' তার ভাই দেশ ছেড়ে চলে যান। ইয়ানকে তিনি জান্তাবিরোধী একটি পক্ষের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই পক্ষটির কাজই হলো ইয়ানের মতো নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। বার্মিজ ভাষায় তাদেরকে তরমুজ বলে ডকেন তারা। কেননা তরমুজের মতো তারা বাইরে থেকে সবুজ এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি অনুগত কিন্তু ভেতরে তারা লাল, যা ক্ষমতাচ্যুত ন্যাশনাল লিগ অব ডেমোক্রেসির রং। ইয়ান জানান, তিনি কাজের ফাঁকে সহকর্মীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ফোন থেকে মেসেজ পাঠিয়ে তথ্য পাচার করতেন। জান্তার সিনিয়র ব্যক্তিরা কোথায় যাচ্ছেন, বিভিন্ন স্থানে কত পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছেন কিংবা কী পরিমাণ জ্বালানি ও অস্ত্র তাদের আছে সেসব তথ্য তিনি বিদ্রোহীদের কাছে সরবরাহ করতেন। রয়টার্স জানিয়েছে স্বাধীনভাবে তারা এই তথ্য যাচাই করতে পারেনি। তবে সামরিক বাহিনীর এক সদস্য জানিয়েছেন তাদের কারো পক্ষে সশস্ত্র গ্রুপগুলোর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা কঠিন। তবে কেউ কেউ আছে যাদের বিদ্রোহীদের প্রতি পক্ষপাত আছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট ফর পিস'-এর হিসাবে আট হাজার সদস্য নিরাপত্তা বাহিনী থেকে পালিয়েছেন। সামরিক বাহিনীর সাবেক ক্যাপ্টেন হ্টটেট মিয়াট জানিয়েছেন, আগে যেখানে সামরিক বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলোতে কয়েকশো করে সদস্য থাকতো এখন তা বেশিরভাগক্ষেত্রে ১৩০ জনের মতো সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

লোকসভার আগে সিএএর বিজ্ঞপ্তির লক্ষ্য মতুয়া ভোট?

ভুপেন কর্মকার
প্রাবন্ধিক

নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাবে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরেসিএএ সংসদে পাস হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর তার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, সিএএ এবার চালু হয়ে যাবে। এবার লোকসভা ভোটের আগে সিএএ'র বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যেতে পারে।

সিএএ'র বিজ্ঞপ্তি জারি হলে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চানরা ভারতে এলে তারা নাগরিকত্ব পাবে। তবে মুসলিমরা পাবে না। এর পিছনে যুক্তি হলো, হিন্দুসহ অন্যরা এই প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু। কিন্তু মুসলিমরা সেখানে সংখ্যাগুরু। তাই তাদের নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো যুক্তি নেই।

২০১৯ সালে এই আইন পাস হওয়ার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখা দেয়। দিল্লির শাহিনবাগেও সিএএ এবং এনআরসির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কংগ্রেস,

বাম, তৃণমূলসহ অন্য বিরোধী দলগুলির মত ছিল, ধর্মীয় ভিত্তিতে এরকমভাবে নাগরিকত্ব দেয়া যায় না।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি ও রুল ফ্রেম করা হয়ে যাবে। যারা নাগরিকত্ব চাইবেন, তাদের জানাতে হবে, কোন বছর তারা ভারতে এসেছিলেন এবং কোথা থেকে এসেছিলেন?

তবে বিরোধী নেতারা প্রথম থেকে বলছেন, এই নাগরিকত্ব পেতে সময় লাগবে। নিয়মকানুনের বাধা টপকে নাগরিকত্ব পেতে কয়েক বছর সময়ও লেগে যেতে পারে। ফলে এই লোকসভার আগে সিএএ'র বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও নাগরিকত্ব কবে পাওয়া যাবে তা রুল ফ্রেম হওয়ার পর বোঝা যাবে।

তবে আসাম এই আইনের বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য, আসাম চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালের কাট অফ তারিখের পর যারা আসবে তারা সেখানে নাগরিকত্ব পাবে না। এই আইন চালু হলে তো সেই তারিখের পরও যারা আসবে, তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। তাই এটা তারা মানতে চায় না। এখন আসামের জন্য আইনে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে কিনা তা জানা যায়নি।

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেছেন, যদি এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যায় এবং ওইসব দেশ ছেড়ে আসা মানুষ নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন, তাহলে তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে মতুয়াদের উপর পড়বে। গতবার মতুয়া ভোট পাওয়ার কারণে বিজেপি বনগাঁও ও ব্যারাকপুর আসনে জিতেছিল। এবার মতুয়ারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ওই দুই আসনে বিজেপি জিততে পারবে না। তাই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে মতুয়া ভোট বিজেপি পেতে পারে।

শুভাশিস বলেছেন, গুজরাটে বিধানসভা ভোটের আগে পাকিস্তান থেকে আসা কিছু হিন্দুকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছিল। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও রয়েছে।

ইহুদিবিদ্বেষ বিতর্ক, হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্টের ইস্তফা

ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গ্রে পদত্যাগ করলেন।

সম্প্রতি তাঁকে মার্কিন কংগ্রেসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ বেড়ে যাওয়া নিয়ে এবং হার্ভার্ড ও এমআইটিতে পরিস্থিতির মোকাবিলা কী করে করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

ইহুদিবিদ্বেষ ও হার্ভার্ডের কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ে রিপাবলিকান সদস্য এলিসে স্তেফানিকের প্রশ্নের জবাব ঠিকভাবে দিতে না পারার জন্য রক্ষণশীলরা তার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

গে জানিয়েছেন, ''ভারী হৃদয় এবং হার্ভার্ডেরপ্রতি ভালোবাসা নিয়ে আমি জানাতে চাই, আমি প্রেসিডন্টের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।'' তার পিএইচডি থিসিস নিয়েও প্লেজারিজমের অভিযোগ উঠেছিল।

কেন বিতর্কের মুখে পড়লেন গে?

ইসরায়েলহামাস সংঘাতের পর গেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইহুদিদের এইভাবে হত্যার ডাক দেয়া কি হার্ভার্ড স্কুলের কোড অফ কন্ডাক্টের বিরোধী

গে জবাব দিয়েছিলেন, ''এটা পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, যখন স্পিচ বা বক্তব্য আচরণকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তা আমাদের নীতি ভঙ্গ করে।''

তার এই জবাবে রক্ষণশীলরা রীতিমতো

ক্ষুব্ধ হন। হোয়াইট হাউস এই বক্তব্যের নিন্দা করে। হামাসকে অ্যামেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি দেশ জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। গে পরে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি পরে বলেছিলেন, কংগ্রেস সদস্যদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যে তিনি পড়ে গেছিলেন। গে জানিয়েছিলেন, ''তখন আমার উপস্থিতবুদ্ধির জোরে বলা উচিত ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ডাক দেয়ার, ইহুদি ছাত্রদের হুমকি দেয়ার কোনো জায়গা হার্ভার্ডে নেই।''

পদত্যাগপত্রে গে লিখেছেন, ''ঘৃণার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে, আমার দায়বদ্ধতার উপর সন্দেহ করা হয়েছে, আমায় ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে, বর্ণবাদী আচরণের মুখে পড়তে হয়েছে।''

হার্ভার্ডের গভর্নিং বোর্ড জানিয়েছে, প্লেজারিজমের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা নিয়ে তারা দেখেছে, কিছু ক্ষেত্রে ঠিকভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি। কিন্তু এটাকে গবেষণার ক্ষেত্রে বেনিয়ম বলা যায় না।

তাদের মতে, গে ১৯৯৭ সালে এই গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। এখন সেটিকে আপডেট ও সংশোধন করা উচিত। হার্ভার্ডের ৭০০ জন অধ্যাপক চিঠিতে সই করে গে'র প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু হার্ভার্ড অ্যালামনি, ৭০ জন কংগ্রেস সদস্য গে'র পদত্যাগ দাবি করে।

দক্ষিণ গাজার হাসপাতালে মিসাইল হামলা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, আলআমাল হাসপাতালে মিসাইল হামলায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস অঞ্চলে রয়েছে আলআমাল হাসপাতাল। ফিলিস্তিনের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এই হাসপাতাল চালায়। ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, মিসাইল হামলায় ওই হাসপাতালে অন্তত পাঁচজন বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে একটি পাঁচ দিনের শিশুও আছে। গাজার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণ গাজায় আশ্রয় নিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ওই হাসপাতাল চত্বরেই প্রায় ১৪ হাজার মানুষ শিবির বানিয়ে আছেন।

ডাব্লিউএইচও'র রিপোর্ট অনুযায়ী, মিসাইল হামলার পর ওই হাসপাতাল চত্বর থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন শরণার্থীরা। অন্যদিকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ওই হাসপাতাল চত্বরে একটি ট্রেনিং সেন্টার চালাতো, সেটিও এদিনের হামলায় সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, তার কর্মীরা ওই হাসপাতাল চত্বরে মঙ্গলবারই গেছিলেন। তারা জানিয়েছেন, হাসপাতালটির বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এক্সএ তিনি লিখেছেন, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রক্ষা করার দায় আছে সকলের। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই নিয়ম পালন করতে হয়। এটা ভুলে গেলে চলবে না।

হাসপাতালে আক্রমণ নিয়ে এখনো পর্যন্ত ইসরায়েলের তরফ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি একটি বিবৃতিতে বলেছেন, দেশের সেনা সবরকম ডিফেন্স এবং অফেন্সের জন্য নিজেকে তৈরি রেখেছে। হামাসকে খতম করার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বস্তুত মঙ্গলবার বৈরুতেও আক্রমণ চালিয়েছে আইডিএফ। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হামাস নেতা সালেহ আরৌরি নিহত হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আইডিএফ অবশ্য এ নিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করেনি। এই ব্যক্তি হামাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেই পরিচিত।

সাময়িকী

জিনগত কারণের স্তন ক্যানসার মোকাবিলার প্রচেষ্টা

স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসার যে কোনো নারীর জীবন ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। তবে জিনগত কারণে এমন ঝুঁকির মাত্রা বেশি হলে আগেভাগেই পদক্ষেপ নেবার সুযোগ রয়েছে। জার্মানির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি করেছে।

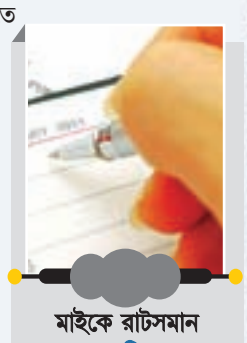

মাইকে রাটসমান
প্রাবন্ধিক

ইয়েসিকা ভালেক নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। সুস্থ থাকতে মাস ছয়েক আগেই অপারেশন করে তার সব ম্যামারি গ্ল্যান্ড টিস্যু বাদ দেওয়া হয়েছিল। নিজের এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ''কারণ আমি জানতাম, এটা আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না। অতীতে আমার স্তনে সব সময়ে ব্যথার সমস্যা ছিল। সব ঠিকই ছিল। সমস্যাটা মানসিক। তাই আমি এই পদক্ষেপ বেছে নিয়েছি।''

কারণ ইয়েসিকার ক্ষেত্রে জীবনে কোনো এক সময়ে বিপজ্জনক টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই বাস্তব ছিল। অর্থাৎ স্তনের ক্যানসার। জিনগত কারণেই এই আশঙ্কা ছিল।

ইয়েসিকা ও তার খালা বা মাসির পরিবারে কয়েক প্রজন্ম ধরে নানা ধরনের ক্যানসার দেখা গেছে। সে কারণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। পরিবারের কয়েকজন সদস্য অত্যন্ত কম বয়সেও আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে এই পরিবারে বংশগত প্রবণতার আশঙ্কার মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ইয়েসিকা বলেন, ''মাত্র ৩৬ বছর বয়সে আমার মায়েরও ব্রেস্ট ক্যানসার হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই আমার স্তনে লাম্প অনুভব করার ভয় হতো। আমারও এমনটা হতে পারে, জেনে মানসিক চাপ আরো বেড়ে গেল।'' জার্মানির মাইনৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনগত স্তন এবং ডিম্বাশয়ের ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে ইয়েসিকার মতো নারীরা ঝুঁকির মাত্রা পরীক্ষা করাতে পারেন।

প্রো. ড. আনেটে হাসেনবুর্গের টিম প্রত্যেক নারীর সঙ্গে সবার আগে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, ''সবার আগে কনসাল্টেশনে আসতে হয়। বংশ তালিকা সৃষ্টি করে বাড়তি ঝুঁকির মাত্রা খতিয়ে দেখা হয়। ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করতে আমাদের চেকলিস্ট রয়েছে। দশ শতাংশের বেশি হলে আমরা জেনেটিক পরীক্ষা করি। কোনো ঝুঁকিপূর্ণ জিন আছে কিনা, তার সন্ধান করি।''

ব্রেকাওয়ান এবং ব্রেকাটু নামের দুটি ঝুঁকিপূর্ণ জিন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। রক্ত পরীক্ষায় এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটি ধরা পড়লে ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করা হয়। ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ ধরা হয়। যে সব নারীর জিন পরিবর্তন ঘটে নি, তাদের ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি অনেক কম, যথাক্রমে ১৩ এবং দুই শতাংশ। যে সব নারীর ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বেশি, তাদের অত্যন্ত ঘনঘন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করাতে হয়। স্তনের টিস্যু ও ডিম্বাশয় শরীর থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াও আরেকটি উপায় হতে পারে। মাইনৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউমার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাটরিন স্টেভেন জানেন, যে এমন অপারেশন রোগের আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। তিনি বলেন, ''ব্রেকাওয়ান এবং ব্রেকা টু নামের হাই রিস্ক জিন সম্পর্কে সেরা তথ্য আমাদের কাছে আছে। দুটি স্তন কেটে বাদ দিলে ঝুঁকি ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ কমে যায়। ডিম্বাশয় ও ফ্যালোপিয়ান টিউব সরিয়ে দিলে ক্যানসারের আশঙ্কা ৯৭ শতাংশ কমানো যায়।'' এমন অপারেশনের ঝুঁকি ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীদের যথেষ্ট তথ্য দেওয়া হয়। নিরাময়ের জন্য বেশ কয়েক মাস সময় লাগে। ইয়েসিকারও সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি বলেন, ''ঝুঁকি কমাতে আমি আবার একই সিদ্ধান্ত নিতাম। তবে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে। তাই আগেই সে বিষয়ে ভালো করে ভাবা প্রয়োজন। কিন্তু ক্যানসার ও ব্যথার মধ্যে বাছাইয়ের সুযোগ পেলে ব্যথাই শ্রেয়।'' ভবিষ্যতে তার ডিম্বাশয়ও দূর করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সন্তান ধারণের ইচ্ছার কারণে ইয়েসিকা সেই অপারেশনের জন্য আরো অপেক্ষা করতে চান।

জানা অজানা

কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি, ভারতে ট্রাকচালকদের বিক্ষোভ উঠলো

নয়া দিল্লি ঃকেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতির পর ভারতে ট্রাকচালকদের বিক্ষোভ উঠে গেল। নতুন আইন চালুর আগে আলোচনার প্রতিশ্রুতি।

সম্প্রতি ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তন করে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা বিল সংসদে পাস হয়েছে। সেখানে হিট অ্যান্ড রানের ক্ষেত্রে কড়া শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এই শাস্তির বিরোধিতা করেই ট্রাকচালকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেন, অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, নতুন নিয়ম এখনো চালু হয়নি। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১০৬২ ধারা চালু করার আগে ভারতীয় মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে নেয়া হবে। তারপরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের কোর কমিটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, নতুন আইন এখনই চালু হচ্ছে না। তাদের সঙ্গে কথা বলার পরই তা চালু হবে। ট্রাকচালকরা বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ঘোষণাও করেছিল। তা হলে, জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ নিয়ে সংকট দেখা দিত। তাই এনিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল। আপাতত সেই উদ্বেগ দূর হলো। ট্রাকচালকদের প্রতিবাদ জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও চণ্ডীগড়ে ছড়িয়েছিল। ভারতে এই নতুন আইনে বলা হয়েছে, হিট অ্যান্ড রানের ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত জেল ও সাত লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। দশ বছরের জরিমানা তখনই হবে যখন চালকের খারাপ ড্রাইভিংয়ের কারণে কেউ মারা যাবেন এবং চালক পুলিশকে না জানিয়ে ঘটনাস্থল থকে পালাবে। বর্তমানে দুই বছর পর্যন্ত জেল ও অনেক কম জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রাকচালক, ক্যাবচালক ও যরা বাণিজ্যিক বাহন চালান তাদের বক্তব্য, দুর্ঘটনা হলে তারা কী করে এত বেশি অর্থ দেবে? বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই আইনের অপব্যবহার হতে পারে। তখন তার ধাক্কা সরকারকেই সামলাতে হবে।

পাঠকের চিঠি

নারী জাতির আদর্শ মা সারদা

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী সেবা প্রতিষ্ঠান মাতাজী আশ্রম হাতাতে জগৎ জননী সারদা মায়ের ১৭১তম শুভ জন্ম জয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সহিত পালন করা হলো এ কথা জানালেন আশ্রমের সেবিকা চিনু মা।সকাল ৯.০০ টায় সারদা মায়ের পূজা করা হলো।পূজা করলেন মধু ঠাকুর ও শুধাংশু মিশ্র।১০ টায় মাতৃ সংগীত পরিবেশিত হলো।সংগীত পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,রেবা গোস্বামী,ভাস্কর চন্দ্র দে,সহদেব মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,পতিত পাবন দাস,তড়িৎ মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,শিবতোষ নাগ,শাংটু নাগ,ভবতরণ মণ্ডল,মৌ মণ্ডল প্রমুখ।১০.৩০ টায় সারদা মায়ের জীবনী ও বাণী পাঠ করলেন লোচনা মণ্ডল,বকুল মিশ্র,অঞ্জলি মণ্ডল,শিলা পালিত,রেবা প্রমুখ।১১ টায় সময় সারদা মায়ের মহান জীবনী নিয়ে আলোচনা করলেন সুজতা মরল ও বীথিকা মণ্ডল।মায়ের জীবনীর উপর লীলাগীতি পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে।তিনি বললেন,মা সারদা নারী জাতির আদর্শ।মায়ের পথে চলে একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ তৈরি করা যেতে পারা যাবে।১২ টায় ঠাকুরের ভোগ ,আরতি,পুষ্পাঞ্জলি ও হোম হলো।১২.৩০ শঙ্কর চন্দ্র গোপ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।এক টার সময় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হলো।বেলা ২ টায় বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আল্পনা,শুংখধ্বনি ও মেহেদী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো।বেলা ৩ টায় সবাই মিলে হরিনাম করার পর হরি লুট দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটলো।সবশেষে সবাই কে ধন্যবাদ জানালেন রাজকুমার সাহু।সমগ্র উৎসবটির সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।এই অবসরে হীরালাল দে,রঘুনন্দন ব্যানার্জি,মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণপদ মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খণ্ডায়েত,মহেশ বিয়ানী,রবীন্দ্র নাথ দাস,তপন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,সুধাংশু শেখর মিশ্র,তপন কুমার মণ্ডল,স্বপন কুমার মণ্ডল,আদিত্য মণ্ডল,নিবারণ মুদি,সনাতন মাহাতো,পূজা মাহাতো,হেম চন্দ্র পাত্র,মোহিতোষ গোপ,বলরাম গোপ,বীরেন মণ্ডল,বীরেন পাল,মনি পাল,দীপক পাল,পঙ্কজ মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,ব্রহ্ম পদ মণ্ডল,সঞ্জয় সাহু,সমীর মণ্ডল,কমল মিশ্র,অমিত মণ্ডল, সাধনা ব্যানার্জি, মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,সন্ধ্যা রানী মণ্ডল,ইরা পালিত,শিলা পালিত,বীথিকা মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,সিয়া মিশ্রা, বকুল মিশ্রা,ছবি রানী মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,কাকলি দে,তনুশ্রী সাহু,স্বপন দে,শিশির কার্জি,অরুন দে,তরুণ দে,নারায়ণ চ্যাটার্জি,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,মনোজ মণ্ডল,তপন দে,অর্জুন মুদি,তনুশ্রী সাহু,অশ্বিনী মণ্ডল প্রমুখ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

সুনীল কুমার, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের সম্পূর্ণ তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিরেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

জল জীবন মিশনের কাজ ৭০ সম্পূর্ণ, মার্চে ৮০ শতাংশ এবং ডিসেম্বরে ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হওয়ার আশ্বাস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশে সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদে নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে অসম থেকেও প্রার্থীদের নাম পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু সেবা সেতু অনলাইন পোর্টালে রাজ্যের বেকারদের সম্পূর্ণ তথ্য জমা না থাকার ফলে প্রয়োজন অনুসারে প্রার্থীদের নাম পাঠাতে পারছে না সরকার। ফলে এবার রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের পোর্টালে রিরেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন এক্ষেত্রে দুই মাসের সময় পাবেন যুবকযুবতীরা। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি এর জন্য চূড়ান্ত দিন ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া জল জীবন মিশনের কাজ ৭০ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী মার্চে ৮০ শতাংশ এবং ডিসেম্বরে ১০০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন বহু যুবক যুবতী রয়েছেন যারা বর্তমান চাকরি পেয়ে গেছেন অথচ তাদের সেবা সেতু অনলাইন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে। ফলে তাদেরও পোর্টেলে গিয়ে রিরেজিস্ট্রেশন করে চাকরি পাওয়ার তথ্য উল্লেখ করার আহবান জানিয়েছেন তিনি। এটা করলে যারা বর্তমান চাকরি করছেন পরবর্তী উন্নত মানের চাকরির সুযোগ এলে তাদের জানানো সম্ভবপর হবে। রিরেজিস্ট্রেশন করার সময় প্রার্থীদের বিস্তারিত সত্য এবং সঠিক তথ্য দাখিল করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিরেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের মাশুল দিতে হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য জমা থাকলে প্রয়োজন অনুসারে সরকার সেই প্রার্থীদের নাম বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পারবে। এর ফলে প্রয়োজন অনুসারে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর পুরানো কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আযয়েজিত সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন বর্তমান ৮৮০০০ যুবক যুবতীরা সরকারি চাকরি পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী সরকারি চাকরির এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া রাজ্যের যুবক যুবতীদের নিযয়োগের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নকরি ডটকম এর সঙ্গে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার মৌ সাক্ষরিত করেছে। একই সঙ্গে আরো কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে সরকার। তিনি জানান সেবা সেতু অনলাইন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যোগ্যতা ১৮ বছর বয়স থেকে শুরু সেটা নয়। ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কিশোররাও এই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। ইতিমধ্যে টাটা ইলেকট্রনিক্সে প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্যের বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ১০০০ যুবতীকে ব্যাঙ্গালোর পাঠানো হয়েছে। সেখানে যারা প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি ১২০০০ টাকা করে স্টাইফেন পাবেন। এবার পরবর্তী ১০০০ যুবতীর জন্য ৩ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া চলবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী বলেন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সজাগ এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গত বছর দক্ষতা যাত্রার আযয়েজন করা হয়েছে। কামরূপ, দরং, মরিগাঁও সহ চার জেলায় এই স্কিল যাত্রা কিংবা দক্ষতা যাত্রার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বছর কাছাড়, ধেমাজি, বরপেটা সহ মোট ১০ টি জেলায় এই দক্ষতা যাত্রা কার্যসূচি আযয়েজন করা হবে। ২০২৬ সালে প্রস্তাবিত স্কিল ইউনিভার্স স্থাপন করার পর প্রতিবছর ১০০০০ দক্ষতা যুক্ত যুবক যুবতীদের প্রযয়োজন হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে টাটা টেকনিক্যাল সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজ্য সরকার তিনটি আইটিআই এবং তিনটি পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ১৩২ জন ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করেছে। পরবর্তীকালে রাজ্যের প্রতিটি আইটিআই এবং পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নীত করণ করা হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত ৩৫টি আইটিআই এর রোবটিক প্রযুক্তি সহ মোট ছয়টি পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন এলএন্ডটি এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের তিনটি মৌ স্বাক্ষর হওয়ার পর চলতি বছর গোগামুখে প্রথম প্রতিষ্ঠান শুরু করা হবে। বাকি দুটি প্রতিষ্ঠানও শীঘ্রই স্থাপন করা হবে। তাছাড়া আগামী ২৯ জানুয়ারি মহানগরের নেডফি প্রেক্ষাগৃহে মেগা কেরিয়ার কাউন্সিলিং এবং কেরিয়ার ফেয়ার আযয়েজন করা হয়েছে। এই মেলায় ৩০ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে রাজ্যের জল জীবন মিশনের কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগোচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন মাত্র দেড় শতাংশ থেকে কাজ শুরু করে বর্তমান ৬৯.৬৯ অর্থাৎ প্রায় ৭০ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী মার্চে ৮০ শতাংশ এবং ডিসেম্বরে ১০০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৯ হাজার জল মিত্রদের প্রতি মাসে ৬৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিত করা সহ তাদের অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তিনি যেন স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে এক লক্ষ ব্যক্তিদের ডিভিটির মাধ্যমে প্রথম কিস্তি ৯ হাজার এবং দ্বিতীয় কিস্তি তিন হাজার করে মোট ১২০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এবার আরও ১ লক্ষ ব্যক্তিকে একইভাবে ১২০০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। অন্যদিকে পর্যটনের ক্ষেত্রেও রাজ্য বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে অসম ভ্রমণের ক্ষেত্রে ৫২৩ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা এবং ১০৩ শতাংশ দেশের পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

তিন পর্যায়ে ৩ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে ফের গুণোৎসব

৩ থেকে ৬ জানুয়ারি করিমগঞ্জ, ৯ থেকে ১২ জানুয়ারি হাইলাকান্দি এবং ৫ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি কাছাড়ে গুণোৎসবের আয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুণগত শিক্ষার মানদন্ড নিশ্চিতকরণের এক প্রয়াসের ফলাফল হিসাবে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে গুণোৎসব ২০২৪ এর আযয়েজন করা হয়েছে। মূলত তিন পর্যায়ে ৩ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই গুণোৎসবের আযয়েজন করেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। প্রথম পর্যায়ে ৩ থেকে ৬ জানুয়ারি করিমগঞ্জ জেলায়, ৯ থেকে ১২ জানুয়ারি হাইলাকান্দি জেলা এবং ৫ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি কাছাড় জেলায় গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গুণোৎসবে অংশগ্রহণকারী মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩৪৯৮, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৩৯৬৩৫৪২ জন এবং মোট বহি মূল্যায়কের সংখ্যা ১৮০৯৮ জন।

প্রসঙ্গত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মানদন্ড উন্নীতকরনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রী থাকাকালীন বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই গুণোৎসবের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। বর্তমান এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন রাজ্যের বর্তমানের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। প্রতিবছরের গতানুগতিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ২০২৪ সালের গুণোৎসবের ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমে সবিস্তার তথ্য তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি মূলত গুণোৎসবের সফলতার কামনা করে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত প্রতিজন শিক্ষকশিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষা বিভাগের বাইরে থাকা এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শুভকামনা জ্ঞাপন করেছেন। একইভাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু একই সঙ্গে রাজ্যে অনুষ্ঠেয় গুণোৎসব প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে তৎপর হয়ে রয়েছেন।

গুণোৎসব ২০২৪ এর ক্ষেত্রে রাজ্যের মোট ৪৩৪৯৮ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করবে। এরমধ্যে সরকারি প্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যালয়, চা বাগানের আদর্শ বিদ্যালয়, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আবাসিক বিদ্যালয়, চা বাগান কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় রয়েছে। এবারের গুণোৎসবে প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর ৩৯৬৩৫৪২ জন ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ করবে। একইভাবে এক্ষেত্রে থাকবেন ১৮০৯৮ জন বহি মূল্যায়ক। এর মধ্যে থাকবেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য কার্যবাহী সদস্য, কার্যবই সদস্য, আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, অসম সরকার প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসাররা প্রমুখ।

মোট তিন পর্যায়ে ৩ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে গুণোৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রথম পর্যায় ৩ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত করিমগঞ্জ সহ বরপেটা, বজালি, হোজাই, কামরূপ, কার্বি আংলং, কোকরাঝাড়, লখিমপুর, নগাঁও, শিবসাগর, দক্ষিন শালমারা মানকাচার এবং ওদালগুড়ি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। একইভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণোৎসব ৯ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত হাইলাকান্দি সহ বাকসা, বিশ্বনাথ, চিরাং, চরাইদেউ, ধেমাজি, ধুবড়ি, গোলাঘাট, যোরহাট, কামরূপ মহানগর, শোনিতপুর, তিনসুকিয়া এবং তামুলপুর জেলায় আযয়েজন করা হয়েছে। তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের গুণোৎসব ৫ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাছাড় সহ বঙ্গাইগাঁও, দরং, ডিব্রুগড়, গোয়ালপাড়া, নলবাড়ি, মরিগাঁও, ডিমা হাসাও, মাজুলী এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

লোকসভা নয় বরং আপাতত ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন ঘিরে জমে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি, ১০ দিন ধরে তিনি এখানে রয়েছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

মুখ্যমন্ত্রীর চার দিনের সফর বুধবার থেকে, ভয় মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন হলে কংগ্রেস ক্ষমতা পাবে বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার, ৬-৭ টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলে দাবি সভাপতি রিপুণ বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নতুন বছরে শুরুতে রাজ্যে নির্বাচনী পরিবেশ। তবে এটা বহু প্রত্যাশিত লোকসভা নির্বাচন নয়। বরং লোকসভার আগেই আপাতত ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিজেপি এই নির্বাচনকে সিরিয়াসলি নিয়ে অনবরত ভাবে দলের শক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গত প্রায় দশ দিন ধরে ডিমা হাসাও অন্তর্গত হাফলং এ আস্তানা গেড়ে বসে রয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার থেকে চার দিন এখানে কাটাবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারে যাওয়া কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না বিরোধী পক্ষ। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ভয় খেয়ে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে আসতে হচ্ছে। তাছাড়া ভয় মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া ৬-৭ টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের নিশ্চিত দাবি উত্থাপন করেছেন সভাপতি রিপুণ বরা। তিনি বলেন সামান্য ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের প্রচার চালাতে মুখ্যমন্ত্রীকেও এখানে আসতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত আগামী ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। ২৮ টি কেন্দ্র থাকা ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে ইতিমধ্যে ৬ টি কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ নিশ্চিত হয়েছে বিজেপির। এবার মোট ২২ টি আসনের নির্বাচনের জন্য শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার নেতৃত্বে শাসক পক্ষের একটি বৃহৎ প্রতিনিধি দল গত প্রায় ১০ দিন ধরে ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের এই ২২ টি কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে। তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব ভাবে জয়লাভ করার পর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা নিশ্চিত বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এরপরেও সাধারণ ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন ঘিরেও কঠোর পরিশ্রম করছে বিজেপি। তিন দিন ধরে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা ডিমা হাসাও এ এসে কাটিয়ে গেছেন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও নিয়মিতভাবে এখানে আসছেন। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে দুজন করে বিধায়ককে দায়িত্ব দিয়েছে দলটি। ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন এই নির্বাচনে বিজেপি নিশ্চিতভাবে ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদ গঠন করবে। মন্ত্রী জানান তিনি গত দশ দিন ধরে ডিমা হাসাও এ রয়েছেন। ডিমা হাসাও এর সাধারণ জনতা বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান করেন এবং তাদের আস্থা এই দুজনের উপর সম্পূর্ণভাবে রয়েছে। কেন্দ্রে প্রায় দশ বছর এবং রাজ্যে সাড়ে সাত বছর বিজেপি সরকার সাধারণ জনতার জন্য বহু কাজ করেছে। তবে কিছু কিছু এলাকায় সমস্যা রয়েছে। বহু সমস্যার সমাধানও হয়েছে।আবার এটাও ঠিক যে এই সমস্যাগুলো সমাধান একমাত্র বিজেপি করতে পারবে বলে ডিমা হাসাও এর সাধারণ জনতা বিশ্বাস করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এদিকে ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে প্রচারে যাওয়া অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এই নির্বাচন যদি ফ্রি এবং ফেয়ার ভাবে অনুষ্ঠিত হয় কিংবা আইনের শাসনের মধ্যে নীতিনিয়ম মেনে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। দলটির ৬ জন প্রার্থী ইতিমধ্যে প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার করেছেন। এরপরেও তিনি আশাবাদী। কারণ উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা কংগ্রেসের অক্ষত দুর্গ ছিল। এবার এই নির্বাচনে যদি ভয় মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। সাধারণ ভোটারদের যদি বলা যায় যে তারা যাদেরকে ভালোবাসেন নির্ভয়ে যেন ভোট দিতে পারেন। তাহলে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত কারণ এই এলাকার সাধারণ জনতা বিজেপিকে ভালোবাসেন না বল মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ১০-১২ জন মন্ত্রী এখানে রয়েছেন। প্রতিটি কেন্দ্রতে দুজন করে বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন। এর অর্থ কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন কাকে বিজেপির এত ভয়। বিজেপি এতো যদি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তাহলে ভয় করছে কেন। আসলে বিজেপি কংগ্রেসকে ভয় করছে বলে ঘোষণা করেন ভূপেন বরা।

অন্যদিকে হাফলং এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলোতে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে ৬-৭ টি আসনে জয় নিশ্চিত। কারণ সাধারণ মানুষের একটিই আশ এবং সেটা হল বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে বের করে দেওয়া। ফলে বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য যেই বিরোধী দল আক্রানাত্মক ভাবে শাসক দলটির সঙ্গে লড়াই করবে সেই দলকেই সমর্থন জানাবেন সাধারণ জনতা। এর জন্যই এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দলটি ৬-৭ টি আসনে জয়লাভ করবে। এমনকি এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলেন এই জেলা পর্যায়ে নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রযয়োজনীতা কি। রাজ্য সামলানো মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব। এই তৃণমূল পর্যায়ের ছোট নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, ১০-১২ জন মন্ত্রী বর্তমান প্রচার চালাচ্ছেন, ২০ জনের অধিক বিধায়ক এখানে রয়েছেন। এর অর্থ বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা।

এবার কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর না এলেও হতো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে অত্যন্ত সিরিয়াস। তাছাড়া রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিকে সিরিয়াস হতেই হবে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি এর মধ্যেই তিন দিন এখানে কাটিয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চার দিনের জন্য বুধবার এখানে আসছেন। এমনকি তিনি স্বয়ং ১০ দিন ধরে এখানে রয়েছেন। এর কারণ এই এলাকার স্থানীয় জনতাকে সম্মান জানাতে হবে। এখানে যদি বলা হয় যে নির্বাচনে জয় নিশ্চিত, দলীয় কার্যকর্তারাই জয় এনে দিতে পারবেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন যেহেতু জয় নিশ্চিত ফলে এখানে আসার প্রযয়োজন নেই, কার্যকর্তারাই যদি জয় এনে দিতে পারেন তাহলে সেখানে গিয়ে কি হবে উল্টো কষ্ট হবে এই সব যদি মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন তাহলে এই জেলাকে অসম্মান করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

টুকরো খবর

গোপনে পড়াশোনা করে যাচ্ছে আফগান মেয়েরা, দেখছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন

কাবুল (মরিয়ম আহমাদি) ঃ জুমে লিংক পাঠিয়ে আমি আমার ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি তাদের ইংরেজির শিক্ষক। তারা যে অপেক্ষায় আছে, একটু পর সেই নোটিফিকশন আমি পেলাম। বড় একটি হাসি দিয়ে আমি ক্লাস শুরু করলাম। ইংরেজিতে তাদের স্বাগত জানালাম। আমি জানি, তারা আমার হাসিমুখ দেখতে পায়নি। কেননা, নিরাপত্তার কারণে আমি ক্যামেরা চালু করিনি। কিন্তু আমি জানি, তারা আমার হাসির শব্দ শুনেছে। আমি জানি, আমার ছাত্রীদের মনোবল ঠিক রাখতে আমার যা কিছু করার, তার সবকিছুই করি। অবশ্য আমার মনোবল ঠিক রাখার জন্যও আমি সেটি করি। ২০২১ সাল থেকে আমরা দুটি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। প্রথমটি হলো, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে মেয়ে ও তরুণীদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করে তালেবান। দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের হতাশা ও অসহায়ত্ব। এ দুটি শত্রুকেই ধীরে ধীরে আমরা জয় করার চেষ্টা করে চলেছি। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের (ইউনেসকো) তথ্যমতে তালেবানের নিষেধাজ্ঞার কারণে ২৫ লাখ মেয়ে ও তরুণী বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। আমাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে প্রতি তিনজন তরুণীর মধ্যে একজন তরুণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নাম নিবন্ধন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া প্রায় এক লাখ তরুণীর ডিগ্রি অর্জনের স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব নারী শিক্ষার্থী বিদেশে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের পড়াশোনার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা দেয় তালেবান কর্তৃপক্ষ। ইসলামি পণ্ডিতেরা বারবার বলে আসছেন, ধর্মে নারীশিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলেও এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কোনো অর্থ নেই। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) হিসাব বলছে, মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের শিক্ষানিষেধাজ্ঞায় বছরে আফগানিস্তানের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ক্রমাগত আবেদনের পরও তালেবান সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজি হয়নি। আফগান মেয়ে ও তরুণীরাও তাদের দিক থেকে আশা ছেড়ে দেননি। অনেকেই ভবিষ্যতের আশা দেখতে পাচ্ছেন না। আমার ছাত্রীদের অনেকেই আশা দেখছে না। আমি মাঝেমধ্যেই তাদের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করি। তাদের ভোগান্তি আর হতাশার গল্প শুনি। ওরা আমাকে বলেছে, যা কিছু ঘটেছে, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যকে তারা দোষ দেয়, না হয় মজা করে। তারা বলে, কঠের পরিশ্রম আর বড় স্বপ্ন দেখতে পারাটাই সব খারাপ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার প্রতি আকাঙক্ষা এতটাই তীব্র যে তালেবান সরকার নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরপরই কিছু শিক্ষক নিজেদের সংগঠিত করেন এবং অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। প্রথমে এটা মাত্র কয়েকজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমি এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি দেড় বছর আগে। ছাত্রীদের আমরা ইংরেজি পড়াই। উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অন্য সব বিষয়গুলো পড়াই। বাড়তি কিছু বিষয় যেমন কম্পিউটার দক্ষতার ওপর ক্লাস নিই। আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের কথা যতই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, ততই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ২০২৩ সালের মধ্যে আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০০ শিক্ষার্থী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই উদ্যোগে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি। কেননা, এর মাধ্যমে আমার পরিবারের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সামান্য অবদান রাখতে পারছি। একই সঙ্গে যেসব মেয়ে পড়তে চায়, তাদের পড়ানোর একটি সুযোগ আমি পেয়েছি। ২০২১ সালের আগেই শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। একদিন শিক্ষক হব, সেটি ভেবে আমি এই প্রশিক্ষণ নিইনি। আমার বাবা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর উপদেশ মেনে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তাঁরা আমাদের শিখিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। আরও ভালোভাবে শেখানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করা যায়, সেটি আমাদের শেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি সেখানে যা শিখেছি, সেটি প্রয়োগ করতে হলে স্বাভাবিক অবস্থা প্রয়োজন। একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি দরকার। কিন্তু খুবই বাজে ইঃটারনেট সংযোগ যেখানে, সেখানে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া রীতিমতো যুদ্ধের, সেখানে এ ধরনের কিছু করা মোটেও সম্ভব নয়। এ কারণে আমি যখন অনলাইনে ক্লাস শুরু করেছিলাম, সেটি ছিল রীতিমতো আমার জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। আমি বারবার সমস্যায় পড়েছি। বারবার আমার মনে হয়েছে, সবকিছু ছেড়ে দিই। কিন্তু ছাত্রীদের অদম্য যে ইচ্ছাশক্তি আমি দেখছি, সেটিই আমাকে সামনে এগোতে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমি একটি পথ খুঁজে নিয়েছি। কয়েক দিন আমার এক ছাত্রী আমাকে লিখেছে, 'আমার যখনই মনে হয়েছে, আমি আর পড়তে পারব না, আপনি আমাকে কোনো না কোনোভাবে পথ দেখিয়েছেন। বলেছেন, তুমি পারবে। আপনিই আমার জীবনের সেরা রোল মডেল।' এ ধরনের বার্তা আমার হৃদয় সত্যি সত্যি আর্দ্র করে তোলে। সামনে চলবার প্রেরণা দেয়। কয়েক দিন আগে আরেক ছাত্রী আমাকে লিখেছে, 'প্রিয় শিক্ষয়িত্রী, আমাকে যদি স্কুলে পড়ার অনুমতি দিত, তাহলে আজ থেকে দুই বছর পর আমি আমার স্কুলের শিক্ষা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তাতে তো কোনো লাভ হতো না। কেননা, আমাকে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দিত না। আবার ধরুন, আমি যদি কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করতে পারতাম, তাতেই বা কী লাভ হতো। আমাকে তো আর চাকরি করার অনুমতি দিত না।' এই প্রশ্নে কার মন না ভেঙে পড়ে! আফগানিস্তানের অগুনতি মেয়ে আর তরুণীর একেবারে মনের প্রশ্ন এটি। কারাগারের মতো পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় আজ আফগানিস্তানের অনেক মেয়ে মানসিক সমস্যায় ভুগছে। স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, আফগানিস্তানের মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার কথা বলা কিংবা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করার ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। অনেকেই ভবিষ্যতের আশা দেখতে পাচ্ছেন না। আমার ছাত্রীদের অনেকেই আশা দেখছে না। আমি মাঝেমধে।ই তাদের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করি। তাদের ভোগান্তি আর হতাশার গল্প শুনি। ওরা আমাকে বলেছে, যা কিছু ঘটেছে, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যকে তারা দোষ দেয়, না হয় মজা করে। তারা বলে, কঠের পরিশ্রম আর বড় স্বপ্ন দেখতে পারাটাই সব খারাপ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ।

কেপটাউনে ২৩ উইকেটের অদ্ভুত দিনে এগিয়ে ভারতই

কেপটাউন ঃ মুকেশ কুমারের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরার পথে বিরাট কোহলির আলিঙ্গনে সিক্ত হলেন ডিন এলগার, ভারত দলের অন্যরাও এসে অভিবাদন জানিয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের অন্যতম সেরা উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক এলগার কি টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় জানতেন, ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টের প্রথম দিনই শেষ দুটি ইনিংস খেলে ফেলতে হবে তাঁকে! কেপটাউন টেস্টের প্রথম দিনে ঘটেছে এমন অদ্ভুত ঘটনাই। বলের মুভমেন্ট, পিচের অসম বাউন্সে ব্যাটসম্যানদের জীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ। প্রথম দিনই পড়েছে ২৩ উইকেটযা কোনো টেস্টের প্রথম দিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে যে কোনো দিনই যৌথভাবে সর্বোচ্চ। এমন উইকেটবৃষ্টির দিনে ভারত এগিয়ে ৩৬ রানে, দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার বাকি ৭ উইকেটে।

দিনটি শুরু হয়েছিল মোহাম্মদ সিরাজের আগুনে। ১৮তম ওভারে সিরাজ যখন নিজের টানা নবম ওভার শেষ করলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর তখন ৪৫ রানে ৭ উইকেটে! তখন সিরাজের বোলিং স্পেল ছিল এমন৯ ওভার, ৩ মেডেন, ১৫ রান, ৬ উইকেটে! মাঝে ত্রিস্টান স্টাবসের উইকেট নেন বুমরা, এর বাইরে ৬টিই সিরাজের।

মার্করাম, এলগার, টনি ডি জর্জি ও স্টাবস এমন দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম চার ব্যাটসম্যানের সবাই ফিরেছেন এক অঙ্কে। কেউই ৫ রানও ছুঁতে পারেননি। পঞ্চম উইকেটে কাইল ভেরেইনা ও ডেভিড বেডিংহাম যোগ করেন ১৯ রান। ইনিংসে সর্বোচ্চ জুটি হয়ে থেকেছে সেটিই। বুমরা ও মুকেশ কুমার এসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে থামান ৫৫ রানের মধ্যেই, ১৯৩২ সালের পর যেটি তাদের সর্বনিম্ন স্কোর। ভারতের বিপক্ষে কোনো দলেরও এটিই সর্বনিম্ন। আর দেশের মাটিতে গত ১২৫ বছরের মধ্য এত কম রানে থামেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর এক সময় ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান। সেখান থেকে আর কোনো রান যোগ না করতেই অলআউট হয়ে গেছে তারা। তৃতীয় ওভারে যশস্বী জয়সোয়াল ফিরলেও ভারত শুরুটা পেয়েছিল দারুণ। ১ উইকেট হারিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের স্কোর পেরিয়ে যায় তারা। ৫০ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে রোহিত শর্মা ও ৫৫ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলা শুবমান গিল ছিলেন ইতিবাচক। রোহিতের সঙ্গে ৫৫ রানের পর কোহলির সঙ্গে গিলের জুটিতে ওঠে ৩৩ রান।

মাঝে ৩ ওভারের মধ্যে গিল ও শ্রেয়াস আইয়ার ফিরলেও লোকেশ রাহুল ও কোহলির জুটিতে ভারত এগোচ্ছিল ভালোভাবেই। রাহুল অবশ্য শুধু সঙ্গই দিচ্ছিলেন কোহলিকে, ৪৩ রানের জুটিতে তাঁর অবদান ছিল ৮ রান। লুঙ্গি এনগিডির করা ৩৪তম ওভারেই শুরু হয় ভারতের অভূতপূর্ব ধসের।

এনগিডির সে ওভারেই রাহুলের পর ফেরেন রবীন্দ্র জাদেজা ও যশপ্রীত বুমরা। বাড়তি বাউন্সের বলে উইকেটকিপার কাইল ভেরেইনার হাতে ক্যাচ দেন রাহুল। জাদেজা ও বুমরাও বাড়তি বাউন্সের শিকার তাঁরা দুজনই ক্যাচ দেন গালিতে মার্কো ইয়ানসেনের হাতে। এ ডামাডোলে রাবাদার বলে ক্যাচ দিয়ে থামেন কোহলিও। এরপর মোহাম্মদ সিরাজ হন রানআউট, প্রসিধ কৃষ্ণা দেন ক্যাচ। এনগিডির মতো রাবাদার ওভারেও পড়ে ৩ উইকেট। এবং এত কিছু যে ঘটেছে, এর মধ্যে কোনো রানই করতে পারেনি ভারত!

দিনে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাটিং করতে নেমে তুলনামূলক ভালো শুরু পায় দক্ষিণ আফ্রিকা, এলগার ও মার্করামের উদ্বোধনী জুটিতে ওঠে ৩৭ রান। তবে এমন উইকেটে ব্যাটসম্যানদের জীবনের নিশ্চয়তা নেই কোনো। ৮ রানের মধ্যেই তাই স্বাগতিকেরা হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। এলগার ও টনি ডি জর্জি মুকেশের শিকার, স্টাবসকে দিনে দ্বিতীয়বারের মতো আউট করেন বুমরা। বেডিংহামকে নিয়ে মার্করাম অবশ্য অবিচ্ছিন্ন থেকেই শেষ করে কেপটাউনের অদ্ভুত প্রথম দিন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৫৫ (ভেরেইনা ১৫ সিরাজ ৬/১৫, মুকেশ ২০, বুমরা ২/২৫) ও ৬২/৩ (মার্করাম ৩৬, বেডিংহাম ৭ মুকেশ ২/২৫, বুমরা ১/২৫)

ভারত ১ম ইনিংস ঃ ১৫৩ (কোহলি ৪৬, রোহিত ৩৯, গিল ৩৬ এনগিডি ৩/৩০, রাবাদা ৩/৩৮, বার্গার ৩/৪২)

'স্পেনের হয়ে খেললে মেসির দুটি বিশ্বকাপ থাকত'

স্পেনঃ জন্ম আর্জেন্টিনায় হলেও স্পেনে বেড়ে উঠেছেন লিওনেল মেসি। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় দুই দেশের হয়েই খেলার সুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু মেসি বেছে নিয়েছেন জন্মভূমি আর্জেন্টিনাকে। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকের পর ১৫ বছরেও কিছুই জিততে না পারায় মেসিকে কম তোপের মুখে পড়তে হয়নি। অভিমানে একবার তো অবসরও নিয়েছিলেন। তবে ২০২১ সাল থেকে ক্যারিয়ারের বাকি অপূর্ণতাগুলো ঘুচতে শুরু করে। আলবিসেলেস্তেদের হয়ে একে একে জেতেন কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা ও বিশ্বকাপ। এখন আর ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা বলতে কিছু নেই মেসির। তবে স্পেনের সাবেক ডিফেন্ডার মারিয়ানো পেরনিয়া মনে করেন, মেসির বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষা অনেক আগেই ফুরাত, এমনকি আরেকটি বিশ্বকাপ বেশি থাকত, যদি তিনি স্পেনের হয়ে খেলতেন। ৪৬ বছর বয়সী পেরনিয়াকে খুব বেশি মানুষের চেনার কথা নয়। তবে একটি কারণে পেরনিয়া বিশেষ একজন হয়ে আছেন। আর্জেন্টিনায় জন্ম কিন্তু খেলেছেন স্পেন জাতীয় দলের হয়েএমন ১৩ জন ফুটবলারের একজন তিনি। বিংশ শতাব্দীতে আর্জেন্টিনায় জন্ম নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে স্পেনের হয়ে খেলা একমাত্র ফুটবলার পরিচয়টা তাঁর বিশেষত্ব আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সেই পেরনিয়া সম্প্রতি ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট ফ্ল্যাশস্কোরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যদি মেসি স্পেনের হয়ে খেলত, ওর এত দিনে দুটি বিশ্বকাপ জেতা হয়ে যেত। একটি ২০১০ সালে, যেটি স্পেন জিতেছিল। মেসি ওই দলের সদস্য হলে সেও এর অংশ হতো। আরেকটি পরেরবারই (২০১৪ সালে)। কারণ, ওই সময় সে সেরা ছন্দে ছিল।' ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ২০১৪ বিশ্বকাপে ট্রফিছোঁয়া দূরত্ব থেকে ফিরতে হয়েছিল মেসিকে। মারাকানায় ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের শেষ দিকে মারিও গোৎসের গোলে হৃদয় ভাঙে মেসির। আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় জার্মানি। ২০১৪ বিশ্বকাপের পর ২০১৫ ও ২০১৬ কোপা আমেরিকা ফাইনালেও হেরে যায় আর্জেন্টিনা। টানা তিন বছর শিরোপার খুব কাছে গিয়েও জিততে না পারায় অনেক আর্জেন্টাইনই মেসির ওপর মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। 'মেসি আর্জেন্টিনার নয়, বার্সেলোনার'এমন কথাও শুনতে হয়েছে। সে সময়ের প্রসঙ্গ টেনে পেরনিয়া বলেছেন, 'আর্জেন্টিনায় এমন এক সময় এসেছিল, যখন আমরা মেসিকে জাতীয় দলে দেখতে চাইতাম না। কারণ, সে সময় ওর ব্যাপক সমালোচনা চলছিল। এমনকি তাকে বিশ্বকাপে আর না খেলার কথাও বলা হয়েছিল। এটা একধরনের পাগলামি ছিল।' স্পেনের হয়ে ২০০৬ বিশ্বকাপে খেলেছেন পেরনিয়া। একই বছর আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন মেসি। পেরনিয়ার দাবি, মেসি চাইলে ওই বিশ্বকাপে দুজন সতীর্থ হিসেবেও খেলতে পারতেন, বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ২০২২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না, 'ওর যে প্রতিভা, তাতে প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বকাপেই ট্রফি জেতা উচিত ছিল।' মেসি কীভাবে এত বড় মাপের ফুটবলার হয়ে উঠলেন, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পেরনিয়া, 'সে কখনোই শিখতে চাওয়া বন্ধ করেনি। যদিও বাইরে থেকে মনে হয়েছে, সে সব জানে। সেই বিশ্বসেরা, এটা নিজেও জানত। এরপরও কখনোই ঢিলেঢালা ভাব দেখায়নি। সব সময় নতুন কিছু করতে চাইত। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে নিজেকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছে।' খুব অল্প বয়সেই মাবাবার সঙ্গে আর্জেন্টিনা থেকে স্পেনে পাড়ি দিয়েছিলেন মেসি। শারীরিকভাবেও ছিলেন অসুস্থ। হরমোনজনিত সমস্যা ছিল তাঁর। যে কারণে শারীরিক উচ্চতা বাড়ছিল না। মেসির মাবাবা স্পেনে বসবাস শুরু করেছিলেন মূলত ছেলের চিকিৎসার জন্যই। সেই সময়ই বার্সেলোনার চোখে পড়েছিলেন মেসি। বার্সাই তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। মেসি মহাতারকা হয়ে উঠেছেন স্পেনে থেকেই। তাই চাইলেই তিনি স্পেনের হয়ে খেলতে পারতেন। স্পেনকে ২০১০ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ ভিসেন্তে দেল বস্ক তো মেসিকে তাঁর দলে পেতে আপ্রাণ চেষ্টাও চালিয়েছেন। কিন্তু মেসি কিছুতেই রাজি হননি। তাঁর মনেপ্রাণে ছিল শুধু আর্জেন্টিনা। ২০২২ সালে এ ব্যাপারে দেল বস্ক বলেছিলেন, 'আমি মেসিকে চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছি। সে সব সময়ই দুর্দান্ত ফুটবলার, অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী। আমি ওকে স্পেনের পক্ষে খেলানোর সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছি। কিন্তু ওর মনে আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসা তীব্র। সে আর্জেঃটিনাকেই বেছে নিয়েছে।'

পাকিস্তানের এই রেকর্ড কি ভাঙবে কখনো

লাহৌর (ওয়েবডেস্ক) ঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা টেস্ট হারার সংখ্যাটাকে অজস্রঅপারই বানিয়ে ফেলেছে পাকিস্তান। আজ ভোরে শুরু সিডনি টেস্টেও হেরে গেলে অস্ট্রেলিয়ায় টানা ১৭তম টেস্ট হারের দেখা পেয়ে যাবে পাকিস্তানিরা। প্রতিপক্ষের মাঠে টানা টেস্ট হারার রেকর্ড অবশ্য আরও আগেই হয়ে গেছে। যে রেকর্ড নিকট ভবিষ্যতে ভাঙার সম্ভাবনা নেই। রেকর্ডটি আদৌ ভাঙবে কি না, সেই প্রশ্নও আছে। প্রতিপক্ষের মাঠে টানা হারের রেকর্ডে পাকিস্তানের পরই যে দুটি দেশ, তার একটি বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা ৮ টেস্টের ৮টিতেই বাংলাদেশ হেরেছে। অন্য দেশটি জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কায় খেলা ৮টি টেস্টেই যারা মাঠ ছেড়েছে পরাজয়ের দুঃখ নিয়ে। সিডনিতে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ায় হারের বৃত্ত থেকে যদি বেরিয়েও যায়, তারপরও বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের সেই রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা খুব কমই। বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকায় ও জিম্বাবুয়ের শ্রীলঙ্কায় টেস্ট খেলার সুযোগই তো সীমিত। পাকিস্তান ক্রিকেট দল প্রতিপক্ষের মাঠে টানা হারের এই রেকর্ডের একক মালিকানা সেই ২০১৬ সাল থেকেই। ২০১৬-১৭ মৌসুমে ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৩৯ রানে হেরে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অগৌরবের এই রেকর্ড থেকে মুক্তি দিয়েছিল পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ায় সেটি ছিল পাকিস্তানের টানা দশম টেস্ট হার। অথচ সেই ম্যাচটি গর্ব করার উপলক্ষই হতে পারত পাকিস্তানের। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচেরও মর্যাদা পেতে পারত ব্রিসবেনের সেই টেস্ট। পাকিস্তানের সামনে অস্ট্রেলিয়া যে লক্ষ্য দিয়েছিল, এত রান করে টেস্ট জয়ের উদাহরণ তো নেই এখনো। প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানকে ১৪২ রানে অলআউট করে ২৮৭ রানের লিড নেওয়া অস্ট্রেলিয়া আবার ব্যাটিং করে ৫ উইকেটে ২০২ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে। তাতে ৪৯০ রানের লক্ষ্য পায় পাকিস্তান। রান তাড়ায় ২২০ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর লেজের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন আসাদ শফিক। ম্যাচের শেষ দিনে ১৩৭ রান করে শফিক যখন আউট হলেন, পাকিস্তানের স্কোর ৪৪৯৯। এরপর আর ১ রানই যোগ করতে পারে দলটি। কাকতালীয়ই বলতে হবে, অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের টানা হারের এই ধারা শুরু হয়েছিল ব্রিসবেনেই, সেটি সেই ১৯৯৯ সালে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে কোন দুই দল

লন্ডন ঃ ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য অনভিজ্ঞদের নিয়ে টেস্ট দল গড়ে সমালোচনার মধ্যে আছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। এ নিয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বিবৃতিও দিতে হয়েছে বোর্ডটিকে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের টি-টোয়েন্টিতে বাড়তি মনোযোগের উপকার দেখছেন নাসের হুসেইন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মনে করেন, জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজযুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালে অপর দল কোনটি হতে পারে এবং টুর্নামেন্ট সেরা হতে পারেন কে এ নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন নাসের। 'কোক বিলিভিং ইজ ম্যাজিক সিরিজ'-এ নাসেরকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এটা নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমি এগিয়ে রাখছি।' বিশ্ব ক্রিকেটে শক্তিশালী দলগুলোর একটি বলে বিবেচিত হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা কখনো বিশ্বকাপ জেতেনি। এমনকি কখনো ফাইনালেও উঠতে পারেনি। দুই মাস আগে ভারতে শেষ হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলেছিল প্রোটিয়ারা। তার আগে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থেমে গিয়েছিল শেষ চারের আগেই, সুপার টুয়েলভে। এ মুহূর্তে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের ছয় নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে নাসের কেন আশাবাদী, সেটির ব্যাখ্যা এ রকম'আমি মনে করি, ওদের এসএ ২০ সত্যিই কিছু খেলোয়াড়কে তুলে এনেছে, যেটা তাদের দলে গভীরতা এনেছে, মান বাড়িয়েছে এবং প্রতিভা যোগ করেছে। আমি জানি না আইনরিখ নর্কিয়ার চোটের কী অবস্থা, যাকে ওয়ানডে বিশ্বকাপের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা মিস করেছিল। নর্কিয়া যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ ফিট থাকে এবং দলটির যে বৈচিত্র্যময় ব্যাটিং লাইন আছে, সব মিলিয়ে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে দেখছি।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আর কোন দল ফাইনালে উঠতে পারে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে কিছুটা সময় লেগেছে নাসেরের। শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন নিজের দেশকেই, 'ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, যদিও সাম্প্রতিক সময়টা তাদের ভালো যাচ্ছে না। টুর্নামেন্টটা হবে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও সম্ভাবনা আছে। এর বাইরে পাকিস্তানও ফাইনালে ওঠার মতো। কিন্তু সব দলকেই কি আমি বেছে নিতে পারব? আমি বেছে নিচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড ফাইনাল।'

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের স্যাম কারেন। এবারের আসরের সেরা হিসেবে নাসের বেছে নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবকে। ভারতের এই টি-টোয়েন্টি তারকা এখন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়ে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা নাসের বলেছেন, 'এ মুহূর্তে টি-টোয়েন্টিতে সবার নজর সূর্যকুমারের দিকে। মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রিটা ক্লিশে হয়ে গেছে। তবে ও এমন কিছু শট খেলে, সে কিছুটা খামখেয়ালিও। কারণ, পঞ্চাশ ওভারে ও জানে না কখন মারতে হয়, কখন মারতে হয় না বা কী করতে হয়। তবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট সে খুব ভালোভাবেই জানে।

পুতিন আক্রমণ জোরদার করার অঙ্গীকার করার পর ইউক্রেনের শহরগুলোতে রুশ হামলা

কিয়েভ (ওয়েবডেস্ক)ঃ রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কিয়েভ এবং খারকিভে অন্তত চারজন নিহত ও কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। মঙ্গলবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা একথা জানান। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, বিমান ও সমুদ্র থেকে আক্রমণসহ রাশিয়ার বাহিনী ৩৫টি ড্রোন এবং ৯৯টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী সমস্ত ড্রোন এবং ৭২টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন, ৩১ ডিসেম্বর থেকে রাশিয়ার দানবরা ইতোমধ্যে ১৭০টি 'শাহেদ' ড্রোন এবং বিভিন্ন ধরনের কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই বেসামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেছেন, বিধ্বস্ত একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ধ্বংসাবশেষ পড়ে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে এবং ইউক্রেনের রাজধানীতে একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছে। তিনি শহরে একাধিক বিস্ফোরণের কথা জানিয়েছেন। বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী রাশিয়ার রকেট হামলার প্রতিক্রিয়ায় হামলা চালায়। অন্তত পাঁচটি জেলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সকালে রাশিয়ার হামলায় কিয়েভের কিছু অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। গ্যাস লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খারকিভের মেয়র ইহর তেরেখভ বলেছেন, শহরটিতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে।

খারকিভের সেনা প্রশাসনের প্রধান ওলেগ সিনেগুবভ টেলিগ্রামে বলেছেন, রাশিয়ার হামলায় কমপক্ষে একজন নিহত ও চল্লিশজনের বেশি আহত হয়েছে। সিনেগুবভ বলেন, হামলায় অবকাঠামোগত এলাকা ছাড়াও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতিবেশী পোল্যান্ডে, সেনাবাহিনী বলেছে, তারা রাশিয়ার হামলার মধ্যে তাদের আকাশসীমা রক্ষা করতে চারটি এফ-সিক্সটিন যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একটি সতর্কতার পরে মঙ্গলবারের এই হামলা হয়। পুতিন বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর হামলা জোরদার করবে। এর আগে রাশিয়ার শহর বেলগোরোডে শনিবার মারাত্মক একটি ইউক্রেনীয় হামলায় ২৪ জন নিহত এবং ১০০ জনের বেশি আহত হয়েছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী নেতা বুসান সফরকালে হামলার শিকার

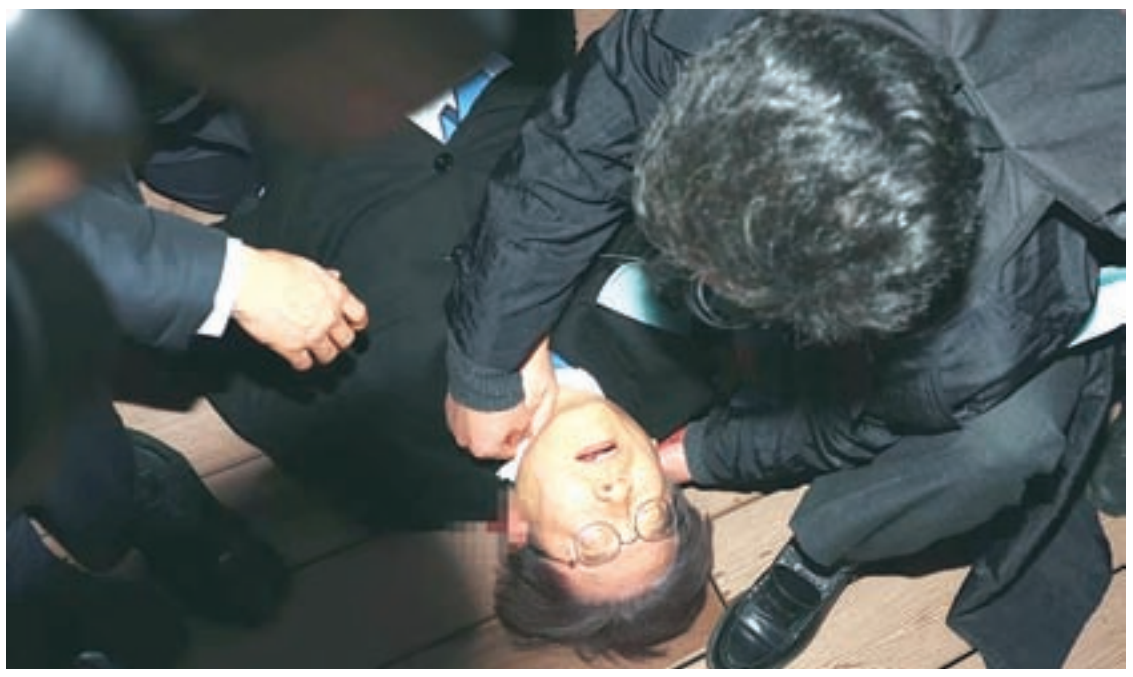

সিউল (ওয়েবডেস্ক)ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বন্দর শহর বুসান সফরকালে বিরোধী নেতা লি জে মিয়ুঙ ছুরিকাঘাতের শিকার হবার কয়েক ঘন্টা পর মঙ্গলবার সিওলের এক হাসপাতালে তাঁকে এয়ারলিফট করে নেয়া হয়।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই নেতা এক নতুন বিমানবন্দরের নির্মাণস্থলে সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসে ও অটোগ্রাফ (সই) চায়। অনলাইনে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, তাঁর ঘাড়ের বাম দিকে বড় ছুরি নিয়ে ওই ব্যক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে লি হাসছিলেন।

রক্তপাত বন্ধ করতে লির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি তাঁর ঘাড়ে রুমাল চেপে ধরেন। তারপর লিকে দ্রুত পুসান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক মুখপাত্র বলেন, হামলার পর লি সচেতন ছিলেন। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশ এখন জানিয়েছে, লির প্রাণের ঝুঁকি নেই।

সন্দেহভাজন হামলাকারীর বয়স ৬০ বা ৭০-এর কোঠায় বলে আন্দাজ করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি লির নাম লেখা একটি কাগজের টুপি পরেছিল।

অকুস্থলে থাকা পুলিশ অবিলম্বে ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়নহাপ সংবাদ সংস্থার বয়ান অনুযায়ী, বুসানের পুলিশ বলেছে, সন্দেহভাজন হামলাকারী স্বীকার করেছে যে সে লিকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। এই হামলাকারীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হবে।

এই উদারপন্থী আইনপ্রণেতা ২০২২ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে অল্পের জন্য রক্ষণশীল নেতা ইয়ুন সুক ইয়লের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। প্রেসিডেঃট ইয়ুন সুক ইয়লকে উদ্ধৃত করে তাঁর এক মুখপাত্র বলেছেন, এই ধরনের সহিংসতা কোনও পরিস্থিতিতে বরদাস্ত করা হবে না। ওই মুখপাত্র বলেছেন, এই হামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন এবং লিকে সেরা স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশ নির্বাচন ঃসশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বুধবার

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বুধবার (৩ জানুয়ারি) থেকে সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হচ্ছে। স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হচ্ছে। সংবিধানের 'ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার'-এর ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে, এ কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনের আগে, পরে ও পরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আগামী ৩ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেবে সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও মহানগরী এলাকার মোড়ে এবং অন্যান্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করবে। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের অনুরোধে এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের মোতায়নের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর। দেশের ৬২টি জেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য নিযোগে করা হচ্ছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দায়িত্ব পালন করবে ৪৫টি উপজেলায়। বিজিবি ও কোস্টগার্ড এর সঙ্গে সমন্বয় করে সেনাবাহিনী যথাক্রমে ৪৭ টি সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ৪টি উপকূলীয় উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবে। ভোলা ও বরগুনা এবং উপকূলীয় আরো ১৭ টি উপজেলায় নৌবাহিনীর সদস্যরা নিযোজিত থাকবে। পার্বত্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোট কেন্দ্রে হেলিকপ্টার সহায়তা দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (বিএএফ)। এছাড়া, নির্বাচনী সহায়তা প্রদানের জন্য বিমান বাহিনীর পর্যাপ্ত সংখ্যক হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে যা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এর আগে, গত ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে, সেনা মোতায়ন করার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ওই দিন সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেনা মোতায়নের অনুরোধ জানান। তার অনুরোধে, সেনা মোতায়ন করার বিষয়ে সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ আইএমএফ শর্ত শিথিল করলেও লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) নিট রিজার্ভ সংশ্লিষ্ট শর্ত শিথিল করা সত্ত্বেও, ২০২৩ সালের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। আইএমএফের ঋণের নথি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ ছিলো ১,৭৭৮ কোটি ডলার। বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৬৭৫ কোটি ডলার। এছাড়া, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদও আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। পরে বাংলাদেশের অনুরোধে রিজার্ভ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দেয় আইএমএফ। আইএমএফের নতুন শর্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চে প্রকৃত রিজার্ভ ১,৯২৬ কোটি ডলার এবং ২০২৪ সালের জুনে ২,০১০ কোটি ডলার হওয়ার কথা। আর্থিক খাতের অংশীজনরা এই লক্ষ্য অর্জন হবে কি না তা নিশ্চিত করতে পারছে না। প্রকৃত রিজার্ভ হলো আইএমএফের এসডিআর, ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে রাখা ডলার এবং এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (এসিইউ) বিলের জন্য জমা করা ডলার বাদ দিয়ে গণনা করা রিজার্ভ। এ ছাড়া, রিজার্ভের আরো দুটি হিসাব রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো মোট রিজার্ভ। আরেকটি আইএমএফ অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম বিপিএম৬ এর অধীনে হিসাব অনুযায়ী রিজার্ভ। গত ২০২৩ সাল শেষে, মোট বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়ে দাঁড়ায় ২,৭০০ ডলার। তবে, আইএমএফ শুধু নিট বা সত্যিকার রিজার্ভ হিসাব করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক বলেন, আইএমএফ নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী রিজার্ভ ১,৭০০ কোটি ডলারের উপরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করেছে। আইএমএফের সাবেক অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, আইএমএফ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করার পরও, কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করা যায়নি, যা অপ্রত্যাশিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিমালা পরিবর্তন না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪ সালের মার্চে আইএমএফের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন ড. মনসুর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:01:2024

উন্নয়নের দরকার আছে, গণতন্ত্রেরও দরকার আছে'

ঢাকা : আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' নামে নতুন এক স্লোগান চালু করেছে। ক্ষমতাসীন দল এই স্লোগান সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে। অনেকে মনে করেন, 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' স্লোগানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার 'গণতন্ত্রকে' পেছনে ঠেলে দিয়ে 'উন্নয়নের' বিষয়টিকে সামনে আনতে চাইছে। কিন্তু একটানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের বয়ানকে মানুষ কতটা গ্রহণ করেছে? অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে যেসব জায়গায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে চট্টগ্রাম অন্যতম। চট্টগ্রাম শহর এবং আশপাশে বেশ কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় অবকাঠামো হচ্ছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ। দশ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে করে এই টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর একপাশে পতেঙ্গা, অপর পাশে আনোয়ারা উপজেলা। টানেল থেকে বের হয়ে এক্সপ্রেসওয়ে। এই এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ফসলের মাঠে বসে আছেন গিয়াস উদ্দিন। তাঁর বাড়ি বাঁশখালি উপজেলায়। পেশায় তিনি একজন সিকিউরিটি গার্ড।

বিমানে আগুন লাগার পরও রক্ষা পেলেন জাপান এয়ারলাইন্সের সব যাত্রী

টোকিও (এজেন্সী): জাপানের টোকিওতে হানেদা বিমানবন্দরের রানওয়েতে দুটি বিমানের সংঘর্ষে পাঁচ জন মারা গেছেন এবং শতাধিক যাত্রী রক্ষা পেয়েছেন।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান অবতরণের সময় রানওয়েতে পার্ক করে রাখা আরেকটি বিমানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে দুটি বিমানেই আগুন ধরে যায়।

আগুন ধরা অবস্থাতেই জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানটি রানওয়েতে অবতরণ করে। মুহূর্তেই পুরো রানওয়ে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়।

জাপান এয়ারলাইন্সের এয়ারবাস এ৩৫০ উড়োজাহাজে সে সময় ৩৭৯ জন আরোহী ছিলেন, যাদের মধ্যে আটজন ছিল শিশু। তবে তাদের সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

জাপানের সরকারি সম্প্রচার সংস্থা এনএইচকে'র ওয়েবসাইটে পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পার্ক করা কোস্টগার্ডের বিমানে থাকা ছয়জন ক্রু সদস্যের মধ্যে পাঁচজন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং সেটির পাইলট আহত হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্লাইট ৫১৬ বিমানটি ছিল উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি বিমান।

গত পয়লা জানুয়ারি দেশটিতে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে কোস্টগার্ডের ওই বিমানে করে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল। বিমানটির হানেদা থেকে নিগাতা শহরের দিকে যাওয়ার কথা ছিল।

অন্যদিকে জাপানের স্থানীয় গণমাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে যে অন্য ফ্লাইটটিতে ১৪ জন সামান্য আহত হয়েছেন।

অনলাইনে পোস্ট করা ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, রানওয়েতে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

জাপানের সরকারি সম্প্রচার সংস্থা এনএইচকে'র প্রকাশিত ফুটেজে বিমানের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিমানটির ধ্বংসাবশেষ থেকেও আগুনের শিখা জ্বলে উঠছিল।

স্থানীয় টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা যায় দমকল বাহিনীর বেশ কয়েকটি ইউনিট কয়েক ঘণ্টার লাগাতার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এতে ১৪ জন যাত্রী এবং ক্রু সামান্য আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের সাথে সাথে চিকিৎসাও দেয়া হয়েছে।

আগুনের কারণে বিশাল এই বিমানটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

উত্তর জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপের সাপোরো থেকে জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানটি স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে যাত্রা শুরু করে।

ফ্লাইটরেডার ওয়েবসাইট অনুসারে, বিমানটি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার কয়েক মিনিট আগে হানেদা বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বিমান দুটির মধ্যে সংঘর্ষের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কোস্টগার্ড বলছে, কখন এবং কীভাবে দুটি বিমানের সংঘর্ষ হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

দুটি বিমান একই সময়ে রানওয়েতে ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এরই মধ্যে হানেদা বিমানবন্দরের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। সেই সাথে বিমানবন্দরের সব রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়াসহ সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় কারণ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আগুন লাগার কারণ কী?

জাপান এয়ারলাইন্স দেশটির গণমাধ্যম এনএইচকে'কে জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় কী ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমরা সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।

মঙ্গলবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা সাংবাদিকদের জানান, সরকার দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে। জনসাধারণের কাছে দুর্ঘটনার বিষয়ে যথাযথ তথ্য দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এ সময় তিনি হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানান।

পরিস্থিতির বিষয়ে দেশটির দুর্ঘটনা, ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক, শিগেৎসু হিরাওকা বলেছেন, জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানটি দক্ষিণ দিক থেকে রানওয়ে সি'তে অবতরণ করতে যাচ্ছিল।

তখন রানওয়েতে জাপান কোস্ট গার্ডের একটি বিমান ছিল, এবং এটার সাথে ধাক্কা লাগে। আমি এখনো নিশ্চিত জানি না কীভাবে সংঘর্ষ হয়েছে।

দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের প্রফেসর অ্যালেসিও পাটালানো বিবিসিকে বলেছেন, ''জাপানের বেশির ভাগ রানওয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যেকোন জরুরি বাহিনীর ফ্লাইট সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। তখন ওই বিমানগুলো বাণিজ্যিক বিমানের সাথে রানওয়ে ভাগ করে নেয়।

ব্রিটেনের ক্র্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটির পরিবহন ব্যবস্থার অধ্যাপক গ্রাহাম ব্রেথওয়েট দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বলেন, জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানে আগুনের ফুটেজ দেখার সময় মনে হয়েছে, বিমানটি অবতরণের পর কিছু দূর ছেঁচড়ে বা পিছলে সামনে এগিয়েছে।

এতে বাম দিকের ইঞ্জিন শক পায়। সংঘর্ষে মনে হয়েছে, বিমানটির জ্বালানির লাইন ফেটে যায় এতে একটি বিশাল আগুনের সৃষ্টি হয়।

তারপর থেকে জ্বালানি লিক হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়েছে। এতে বিমান থেকে জ্বালানি বের হতে থাকে, এবং আগুন বাড়তে বাড়তে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়, জানাচ্ছেন তিনি।

জীবন মৃত্যুর ফারাক যখন মাত্র কয়েক সেকেন্ড

দুর্ঘটনার যেসব ছবি ও ভিডিও সামনে এসেছে তাতে দেখা যায় বিমানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বিমানের জানালা দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আগুন ধরার পর যাত্রীবাহী ওই বিমানের আরোহীরা প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করেন।

আরোহীরা ধোঁয়ায় ভরা কেবিন থেকে পালাতে তখন জরুরি অবতরণের দরজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের বেঁচে থাকা, না থাকা পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের উপর নির্ভর করছে।

জাপান এয়ারলাইন্সের ওই বিমানটি ছিল সব আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন। বিশেষজ্ঞরা জানান ওই বিমানে থাকা নতুন প্রযুক্তির কারণেই এতোগুলো মানুষের জীবিত বেঁচে ফেরা সম্ভব হয়েছে।

তবে ছোট কোস্টগার্ড বিমানটির আরোহীরা ততটা ভাগ্যবান ছিলেন না।

যাত্রীরা যখন ঘটনার আকস্মিকতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন অনেকেই আবার তাদের বন্ধুদের এবং প্রিয়জনদের বলছিলেন যে তারা ঠিক আছেন এবং পরবর্তীতে কী হবে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এক যাত্রী প্রশ্ন করেন, আমি জানতে চাই কেন এমনটা ঘটল? উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অন্য বিমানে উঠবেন না বলেও জানান।

দুর্ঘটনার কবল থেকে যাত্রীরা যাতে জীবিত বাঁচতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য জাপান এয়ারলাইন্সের ক্রুরা যে তৎপরতা চালিয়েছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাজ্যের ক্র্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটির পরিবহন ব্যবস্থা বিভাগের পরিচালক, অধ্যাপক গ্রাহাম ব্রেথওয়েট, জাপান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে কেবিন ক্রু এবং পাইলটদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মি ব্রেথওয়েট বিবিসিকে বলেন, পরিবহন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাপানের একটি অসাধারণ রেকর্ড রয়েছে।

দুর্ঘটনাকবলিত বিমানটির উদ্ধারকাজ সফল হওয়াই জানান দেয় যে কেবিন ক্রুদের প্রশিক্ষণে কতটা বিনিয়োগ করা হয়েছে, তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, ক্রুরা বিমানটি থেকে সবার শেষে বের হন এবং কোনও সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় তারা এক অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন।

এই অধ্যাপক আরও বলেন, জাপানের সব বিমানবন্দরে জরুরি দমকলকর্মীরা তিন মিনিটের মধ্যে যে কোনও স্থানে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং বিমান পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা থাকে দুই মিনিট।

প্রথমত, তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে এমন কোনো অগ্নিকাণ্ড যাতে মানুষের নিরাপদে সরে যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত না করে। তারপরে অগ্রাধিকার হল আগুন নিভিয়ে দেওয়া।

সাবেক পাইলট অ্যালিস্টার রোজেনশেইন বলেছেন যে অন্য একটি বিমানের সাথে খুব শক্তিশালী সংঘর্ষ সত্ত্বেও এ৩৫০ রানওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। যার কারণে ওই বিমানটির পাইলটকে বিমানটি রানওয়েতে থামাতে বলা সম্ভব হয়েছে।

বিবিসির সাংবাদিক থিও লেগেটের মতে, এটি এয়ারবাস এ৩৫০'তে ঘটে যাওয়া প্রথম বড় কোন দুর্ঘটনা।

এয়ারবাস এ৩৫০ হল নতুন প্রজন্মের বিমানগুলির মধ্যে একটি, যা প্রধানত কার্বন ফাইবার কম্পোজিট উপাদান থেকে তৈরি প্রথম বাণিজ্যিক বিমান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই উপাদানের কারণেই আগুন ধরা সত্ত্বেও বিমানটি ভালভাবে তা প্রতিরোধ করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। যার কারণে বিমানটির ভেতরে বোর্ডে থাকা আরোহীরা পালানোর মতো সময় পেয়েছিলেন।

যুক্তরাজ্যের ক্র্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটির পরিবহন ব্যবস্থা বিভাগের পরিচালক, অধ্যাপক গ্রাহাম ব্রেথওয়েট, জাপান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে কেবিন ক্রু এবং পাইলটদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এছাড়া, দুই বিমান বিশেষজ্ঞ বিবিসি নিউজকে বলেছেন যে, যাত্রীবাহী বিমানটির মূল কাঠামোটি সুরক্ষিত ছিল, যার ফলে ৩৭৯ জন যাত্রী ও ক্রুকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

তাদের মতে, এ৩৫০ কার্বন ফাইবারের মতো নতুন শক্তিশালী উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য অগ্নিশিখা সহ্য করতে পারে। এবং যাত্রী ও ক্রুরা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে।

ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ স্যালি গেথিন বলেন, বিমানের কাঠামো ডিজাইন করার সময় চ্যালেঞ্জ হল এর ওজন কমানো এবং শক্তি বজায় রাখা।

এটি একদম অবিশ্বাস্য যে এ৩৫০'র কাঠামো এতো দৃঢ় অবস্থা বজায় রেখেছিল, এটাই এর শক্তি প্রমাণ করে, বলছিলেন তিনি।

বেঁচে ফেরা যাত্রীদের ভিডিও এবং বিবৃতি থেকে দুর্ঘটনার কয়েক মিনিট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে অনেকের জীবিত ফিরতে পারা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে।

ওই বিমানে থাকা সুইডেনের নাগরিক ১৭ বছর বয়সী অ্যান্টন ডেইবে দুর্ঘটনার পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। সুইডিশ সংবাদপত্র আফটনব্লাডেটকে তিনি বলেন, সংঘর্ষের কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো কেবিন ধোঁয়ায় ভরে যায়।

কেবিনের ধোঁয়া নরকের মতো লাগছিল। আসলে সেটা নরকই ছিল।

আমরা সবাই মেঝেতে নুয়ে পড়ি তারপরে জরুরি অবতরণের দরজা খুলে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি।

আমাদের কোনও ধারণা ছিল না আমরা কোথায় যাচ্ছি তাই আমরা নীচে নামার পর দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যাই। খুব বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি, তার বাবামা এবং তার বোন অক্ষত অবস্থায় ধ্বংসাবশেষ থেকে পালাতে পেরেছিলেন।

একজন নারী যাত্রী বেরিয়ে আসার পর তার এক্স অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন যে তিনি বিমানে ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাকে টেনে আনা হয়েছিল এবং তিনি এখন নিরাপদ আছেন।

শুধুমাত্র একটি দরজা খোলা

অন্য এক যাত্রীর মতে, শুধুমাত্র একটি দরজা ব্যবহার করায় পালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি জটিল ছিল।

ক্রুরা ঘোষণা করেছিলেন যে বিমানের পিছনের এবং মাঝখানের দরজা খোলা যাবে না, তাই সবাই সামনের দরজা দিয়েই নেমে গেছেন, তিনি ব্যাখ্যা করেন।

ছবি এবং ভিডিওগুলি দেখা যায়, যে মুহূর্তে বিমানের জরুরি অবতরনের স্লাইড খোলা হয়। তখনই আরোহীরা স্লাইডে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেন।

কেবিন কত দ্রুত খালি হতে পারে তার আরেকটি প্রধান কারণ, কেউ তাদের বহনযোগ্য লাগেজ বহন করছেন বলে মনে হয়নি।

ক্রুরা দুর্ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কয়েক মিনিটে যাত্রীদের নিরাপদে বের করতে সক্ষম হন। এভিয়েশন বিশ্লেষক অ্যালেক্স মাচেরাস বিবিসিকে বলেছেন, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ক্রুরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে কোন দরজাগুলি আগুন থেকে দূরে ছিল। সেই কারণেই তারা অন্য কোন বহির্গমনের দরজা খোলেননি। যাতে সাধারণ মানুষ পালাতে পারে।

তিনি যোগ করেছেন যে, যাত্রীরা যদি আতঙ্কিত হয়ে যায় তখন এ ধরণের অভিযান এতো দ্রুত পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। কেননা সেই সময় অনেক যাত্রী হয়তো তাদের লাগেজ দখল করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে যেতো। যাত্রী ইয়ামাকে জানান, এত ভয়াবহ পরিস্থিতি সত্ত্বেও যাত্রী ও ক্রুদের বের হতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে। আমি দেখেছি প্রায় ১০ বা ১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তিনি বলেন।

২৮ বছর বয়সী সুবাসা সুয়াদা বলেন, আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল, আমরা মারা যেতে পারতাম।

সাতোশি ইয়ামা নামে ৫৯ বছর বয়সী এক যাত্রী বলেছেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে বিমানটি একদিকে হেলে পড়েছে এবং প্রথম সংঘর্ষে তিনি বড় বিস্ফোরণ হতে দেখেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন যাত্রী বলেন, বিমানটি অবতরণের সময় মনে হয়েছিল এটি কিছু একটায় আঘাত করেছে। আমি জানলার বাইরে আগুনের বড় ফুলকি দেখেছিলাম। এরপরপরই কেবিনটি ধোঁয়ায় ভরে যায়।

তৃতীয় একজন যাত্রী কিয়োডো নিউজ'কে বলেছেন, আমি একটি ঝাঁকুনি অনুভব করেছি, যেন আমাদের বিমান কিছু একটায় আঘাত করেছে। তার পরই আমরা অবতরণের মুহূর্তে হঠাৎ উঠে দাঁড়াই।

আমি ভেবেছিলাম আমি বাঁচব না। কেউ কেউ তাদের ফোনে সেই মুহূর্তের টুকরো টুকরো মুহূর্ত ধারণ করে।

বিমানটি থামার সাথে সাথে বেশ কয়েকজন যাত্রী একটি জ্বলন্ত ইঞ্জিনের লাল আভার ছবি তুলছিলেন।

অন্য একজন কেবিনের ভেতরের ভিডিও ধারণ করছিলেন।

হামাসের উপপ্রধান সালিহ আলআরোরি বৈরুতে বিস্ফোরণে নিহত

বৈরুত : ইসরায়েল বলছে বৈরুতে হামাস নেতার হত্যাকাণ্ড 'লেবাননের ওপর কোন হামলা নয়'। তবে দেশটির মুখপাত্র বলেছেন সালিহ আলআরোরি 'হামাস নেতাদের বিরুদ্ধে চালানো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে' নিহত হয়েছে।

হামাস এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এর সহযোগী হেজবুল্লাহ বলেছে 'এটি লেবাননের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ'।

অন্যদিকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন দেশটি 'লেবাননকে সংঘাতে টেনে আনতে চাইছে'।

লেবাননের গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী হামাসের রাজনৈতিক শাখার উপ প্রধান আরোরি এবং আরও ছয় জন বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন। বাকী ছয়জনের মধ্যে দুজন হামাসের সামরিক কমান্ডার।

তিনি ছিলেন হামাসের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেডের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

তিনি লেবাননে অবস্থান করে হামাস ও হেজবুল্লাহর মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করতেন।

১৯৮৭ সালে হামাসে যোগ দিয়েছিলেন আরোরি। এরপর তিনি পশ্চিম তীরে সংগঠনটি সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন।

তিনি ইসরায়েলের কারাগারে একসময় বন্দীও ছিলেন। পরে ২০১১ সালে ইসরায়েলি সৈন্যদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে এক হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়ার চুক্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করেন।

ইসরায়েলি মুখপাত্র মার্ক রেগেভ ওই হামলা ইসরায়েলই চালিয়েছে কি'না তা নিশ্চিত করেননি, যা সাধারণত ইসরায়েলি কর্মকর্তারা করে থাকে।

তবে তিনি এমএসএনবিসিকে বলেছেন যারাই করে থাকুক, এটা পরিষ্কার যে এটা লেবানন রাষ্ট্রের ওপর কোন হামলা নয়।

এমনকি এটা সন্ত্রাসী সংগঠন হিজবুল্লাহর ওপরও কোন হামলা নয়।

যারাই করেছে তারা হামাস নেতৃত্বের ওপর সার্জিক্যাল হামলা করেছে। যারাই করেছে তারা হামাসকে ধরতে চেয়েছে। এটা পরিষ্কার।

গত সাতই অক্টোবরে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের হামলায় নিহতদের মধ্যে ৫৭ বছর বয়সী মি. আরোরি সবচেয়ে সিনিয়র হামাস নেতা।

ওইদিন হামাস বন্দুকধারীরা ইসরায়েলের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশ করে হামলা চালায়। ওই ঘটনায় বারশো মানুষ নিহত হয়েছিলো, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। এছাড়া আরও ২৪০জনকে জিম্মি করা হয়েছিলো।

জবাবে হামাসকে ধ্বংস করতে ইসরায়েল এরপর পাল্টা সামরিক অভিযান শুরু করে।

গাজায় হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ২২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

হেজবুল্লাহও ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে অনেক রকেট ছুঁড়েছে এবং ইসরায়েলের সাথে তাদের কয়েকটি সংঘর্ষও হয়েছে গাজা যুদ্ধের সময়।

লেবাননের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা জানিয়েছে বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে দাহিয়েহ এর শহরতলীতে হামাস কার্যালয় লক্ষ্য করে পরিচালিত ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় মি. আরৌরি নিহত হয়েছেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন তিনি দমকল কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের একটি উঁচু ভবনে জমায়েত হতে দেখেছেন। ওই ভবনের তৃতীয় তলায় বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে আসা ভিডিও ফুটেজগুলোতে দেখা যাচ্ছে গাড়ীতে আগুন এবং সেখানকার ব্যস্ত আবাসিক এলাকার বেশ কিছু ভবনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

দাহিয়েহ হেজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান মি. হানিয়া এ হামলাকে কাপুরুষোচিত..সন্ত্রাসী হামলা, লেবাননের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং আগ্রাসনের বিস্তার' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হেজবুল্লাহ বলছেন তারা আরৌরির মৃত্যুকে 'লেবানন, এর জনগণ, এর নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্বের ওপর মারাত্মক আঘাত' হিসেবে দেখছে এবং এর 'গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ইঙ্গিত আছে'।

সংগঠনটি বলছে, এ হামলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক অগ্রগতি...এবং আমরা হেজবুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলছি যে কোন অপরাধ প্রত্যুত্তর এবং শাস্তি ছাড়া যাবে না।

হামাস ও হেজবুল্লাহর বড় সমর্থক ইরান বলেছেন আরৌরি হত্যাকাণ্ড 'নিশ্চিতভাবেই প্রতিরোধের মাত্রাকে আরও প্রজ্বলিত করবে'।

এদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক কেবিনেট মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও মঙ্গলবার সেটি বাতিল করা হয়েছে। সেখানে গাজার যুদ্ধউত্তর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিলো।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু এর আগে হামাস নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কথা বলেছিলেন।

ইসরায়েলি মিডিয়ার দাবি অনুযায়ী আরোরি একই সাথে পশ্চিম তীরে হামাসের সামরিক শাখার ডি ফ্যাক্টো লিডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনিই ২০১৪ সালে দখলকৃত পশ্চিম তীর থেকে তিন ইসরায়েলি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

দ্যা টাইমস অফ ইসরায়েল বলছে 'তিনি ছিলেন হামাস নেতাদের মধ্যে অন্যতম যিনি ইরান ও হিজবুল্লাহর ঘনিষ্ঠ ছিলেন'।